NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ 'আমি যে মানুষের কথা বলি সেই মানুষ অমৃতস্যপুত্রাঃ'

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে আজ রাজ্যে ১৪ কোম্পানী বাহিনী ৫

কলকাতা ৪ জুন ২০২৫ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.6.2025, Vol.18, Issue No. 352 8 Pages, Price 3.00

'আঠারো বছর বয়সেই অহরহ / বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি...'

শাপমোচন

রয়্যাল আইপিএল কিং কোহলির

নিজস্ব প্রতিবেদন

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।....

আশ্চর্যজনক ভাবে কবি সুকান্ত-র ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থের আঠোর বছর বয়স কবিতাটি স্বার্থক হয়ে উঠল মঙ্গলবারের আইপিএল ফাইনালে। ১৮ নম্বর জার্সিধারী বিরাট কোহলির স্বপ্ন পূরণ হল আইপিএলের ১৮তম সংস্করণে। কোহলি আইপিএল জিতলেন। যতটা সহজে বলে ফেলা গেল, স্বপ্ন এত সহজে পূরণ হয়নি। জশ হ্যাজলউড ফাইনালের শেষ বল করতেই কোহলির দুচোখ ছলছল করতে লাগল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এই অর্জন তাঁর কাছে কতটা বিশেষ।

কোহলি অবশেষে আইপিএল শিরোপা জিতলেন ১৮ বারের চেষ্টায়। চতুর্থ আইপিএল ফাইনালে এসে। তবে প্রথম আইপিএল ফাইনাল জয়টা তুলনামূলক সহজেই এসেছে। কোহলির বেঙ্গালুরু আগে ব্যাটিং করে ৯ উইকেটে তুলেছিল ১৯০ রান। জবাবে পঞ্জাব করতে পেরেছে ৭ উইকেটে ১৮৪। জয়ের ব্যবধানটা ৬ রান হলেও পঞ্জাব ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছে কয়েক ওভার আগেই।

১৯০ রান আইপিএলে অনেক বড় কোনো সংগ্রহ নয়। এবারের আইপিএলে আহমেদাবাদে প্রথম ইনিংসে এটিই সর্বনিম্ন সংগ্রহ। তবে স্পিনার

■ এরপর আটের পাতায়

চলতি সপ্তাহেই কাশ্মীরে মোদী

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: পহেলগাঁও হামলার পরে একমাসেরও বেশি কেটে গিয়েছে। তারপরে কাশ্মীরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই শ্রীনগর-কাটরা রেলপথের উদ্বোধন করতে কাশ্মীর যাবেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল এই রেলপথের উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তা বাতিল হয়। তার তিনদিন পরেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে পহেলগাঁওয়ে।

প্রত্যাঘাতের 'অপারেশন সিঁদুরের' পর এবার কাশ্মীরে পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেনা-অভিযানের সাফল্যের পরপরই তাঁর এই সফর নিছক এক সরকারি কর্মসূচি নয়;এটা এক শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তা ভারত সরকার উপত্যকায় জঙ্গি কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না।

এই সফরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন। সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপত্যকায় নজিরবিহীন নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসন একযোগে সতর্কতা জারি করেছে। মোতায়েন করা হয়েছে ৮০০০-রও

বেশি নিরাপত্তাকর্মী, যার মধ্যে এনএসজি ও বিশেষ কম্যান্ডো বাহিনীও রয়েছে। সম্ভাব্য হুমকি এড়াতে ড্রোন নজরদারি এবং মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের মতো সিদ্ধান্তও কার্যকর হতে পারে।

এই সফরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী একদিকে যেমন উন্নয়নমূলক বার্তা দিতে চাইছেন, তেমনই অন্যদিকে জঙ্গি হানার আবহেও 'নতুন কাশ্মীর'-এর ভাবনা সামনে আনতে চাইছেন। বন্দে ভারত চালু করাকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে তুলে ধরা হচ্ছে এই বার্তা যে, জঙ্গি হানায় ভারত থেমে যাবে না।

সেনা-অভিযান ও প্রধানমন্ত্রীর সফর;এই দুটি ঘটনা একসঙ্গে রাষ্ট্রের তরফে একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে এটি রাষ্ট্রীয় প্রতিশোধ ও আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। সফরের প্রতিটি ধাপে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরবেন তিনটি প্রধান থিম;উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয়তাবাদ। লোকসভা ভোটের মুখে এই সফরের কৌশলগত গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। কাশ্মীরকে ঘিরে জাতীয়তাবাদের আবেগ উসকে দিয়ে ভোটের রাজনীতিতে বাড়তি জোর দিতে চাইছে কেন্দ্র।

'ক্ষয়ক্ষতি গুরুত্বপূর্ণ নয়, আসল ফলাফলই'

পুণে, ৩ জুন: 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে ফের একবার মুখ খুললেন সেনা সর্বাধিনায়ক। অভিযানে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং তার ফল অনেক বেশি জরুরি। মঙ্গলবার পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এমনটাই বললেন ভারতীয় সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে সিঙ্গাপুরে একটি সমাবেশে যোগ দিতে গিয়ে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের কাছে জেনারেল চৌহান প্রথম বার মেনে নিয়েছিলেন যে, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ বিমান ধ্বংস হয়েছে ভারতের। তার পরে দেশে

বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়েছিল মোদী সরকার। মনে করা হচ্ছে, এই আবহেই মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, অভিযানে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা জরুরি নয়। তার পরিণামই জরুরি। মঙ্গলবার পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে জেনারেল চৌহান জানান, কেন সিঁদুর অভিযান জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেই সূত্রেই তিনি মন্তব্য করেন যে, অভিযানের ফলাফলই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, 'ক্ষয়ক্ষতি গুরুত্বপূর্ণ নয়, পরিণাম গুরুত্বপূর্ণ। এর আগের সাক্ষাৎকারেও আমি বলেছি সে কথা।' প্রসঙ্গত, সিঙ্গাপুরে 'সাংগ্রি-লা' সম্মেলনের ফাঁকে বিদেশি সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতীয় সেনা সর্বাধিনায়ক প্রথম বার মেনে নিয়েছিলেন যে, সিঁদুর অভিযানে ভারতের বিমান ধ্বংস হয়েছে। তার আগে সিঁদুর অভিযান নিয়ে দেশে যখন নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠক হয়েছিল, তখন এই ক্ষয়ক্ষতির প্রসঙ্গ উঠলে তা এক প্রকার এড়িয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাকর্তারা। তার পরে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে পাক সেনাবাহিনীর হাতে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের বিষয়টি যখন মেনে নেন জেনারেল চৌহান, তখন শুরু হয় বিতর্ক। পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ভারতীয় রণকৌশলই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন জেনারেল চৌহান। তিনি বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের আবহে আমি যুদ্ধের কৌশল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা জানতাম মোকাবিলা করার জন্য আমাদের হাতে ড্রোন প্রতিরোধ করার জন্য অনেক ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। ঝুঁকি কতটা ছিল, তা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' পেশাদার বাহিনী হিসাবে আমরা ক্ষতি বা বাধার কথা ভেবে খুব বেশি প্রভাবিত হই না। নিজেদের ভুল আমাদের বুঝতেই হবে এবং শোধরাতে হবে। বিপত্তির কারণে বসে থাকলে তো চলবে না।'

করোনায় প্রথম মৃত্যু কলকাতায়

দেশে আক্রান্ত ছাড়াল ৪ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মরশুমে রাজ্যে প্রথম করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হল কলকাতায়। কলকাতার নিউ আলিপুরের বাসিন্দা এক ৪৩ বছরের মহিলার মৃত্যু হয়েছে আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। মৃতা কোভিড পজিটিভ ছিলেন, পাশাপাশি তাঁর একাধিক শারীরিক জটিলতাও ছিল। চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস জানিয়েছেন, শুধুমাত্র কোভিড নয়, মৃত্যুতে ভূমিকা রেখেছে একিউট করোনারি সিন্ড্রোম ও কিডনির সমস্যাও।

এই মৃত্যুর পর রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৪১ জন। রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭২। এখনও পর্যন্ত ১১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তবে এই প্রথম একজনের মৃত্যু হল।

এই মৃত্যুর পর রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, 'প্যানিক করার কিছু নেই। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।' এই মুহূর্তে সরকারি কোনও নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়নি বলেও জানিয়েছে তিনি।

এদিকে গোটা দেশ জুড়ে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যে, দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪০২৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৫ জন।

নতুন করে সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত এবং রাজ্যে মরশুমের প্রথম মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে; কোভিড কি আবার ফিরে আসছে? চিকিৎসকদের মতে, অতিমারির ছায়া এখন আর নেই ঠিকই, কিন্তু অসাবধান হলে সংক্রমণ বাড়তেই পারে। তাই সাবধানতা এখনও প্রয়োজন।

কোন রাজ্যে কত সংক্রমণ

মহারাষ্ট্র ৪৯৪, দিল্লি ৪৯৩, কেরল ১৪১৬, কর্নাটক ৩১১, তামিলনাড়ু ২১৫, উত্তরপ্রদেশ ১৩৮

চিকিৎসকদের পরামর্শ

- আতঙ্ক নয়, সচেতনতা জরুরি।
- নিয়ম করে মাস্ক পরা।
- বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।
- সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বাস্তবে কঠিন হলেও, অন্যান্য সাবধানতা বজায় রাখতে হবে।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে গ্রেপ্তার কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ

তৃণমূলের ছায়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুষ্কৃতীরা: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানিহাটিতে চারটি দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১৩ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার এবং কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি নইম আনসারির গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। এই ঘটনায় সরাসরি তৃণমূলের দিকে আঙুল তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ এবং বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, 'এজেন্সির চাপে পড়ে পুলিশ বাধ্য হয়েছে নইমকে ধরতে। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় অস্ত্র কারবারিরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।'

সোমবার সন্ধ্যেয় খড়দহ থানার অন্তর্গত মৌলানা সেলিম রোডের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে ধৃত হন সেই বাড়ির মালিক নইম ওরফে নেপালী, যিনি একসময় বাম শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা কাশিম আলির ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। অর্জুন সিংয়ের দাবি, 'রাজ্যে পালাবদলের পর রাতারাতি নইম জার্সি বদলে হয়ে ওঠেন তৃণমূলের প্রধান ব্যক্তি। অফিশিয়ালি ব্যবসা করলেও তিনি তোলাবাজি ও অস্ত্র চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে শুধুমাত্র কোনও উচ্চতর এজেন্সির নির্দেশে।' অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাকে 'টিপ অফ'-এর ফল বলেই ব্যাখ্যা করেছেন অর্জুন। পাশাপাশি তাঁর তোপ; 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় অস্ত্র কারবারিদের 'ব্যবসায়ী' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। যারা মাদক বা অস্ত্র বেচে, তারা তো তৃণমূল নেতাদের আশ্রয়ে থেকেই তা চালায়। এটা নতুন কিছু নয়।' তিনি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ''কাশ্মীর, নেপাল, বাংলাদেশ থেকে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র এনে বাংলায় মজুত করা হচ্ছে। এর অর্থ, বাংলাকে 'প্রসারিত বাংলাদেশ' বানানোর গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।'' তাঁর অভিযোগ, খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রামীণ এলাকায় বহু ক্ষুদ্র কারখানায় নিয়মিত অস্ত্র তৈরি হচ্ছে। পানিহাটির বিধায়ক নান্টু পালকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি অর্জুন। তাঁর অভিযোগ, 'নান্টু বাবু তো দুষ্কৃতীদের কোলে বসিয়ে ঘুরে বেড়ান। 'মন্ডলওয়া'দের মতো অপরাধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন তিনিই।' এই ঘটনার জেরে অর্জুন সিং এক্স-এ বিস্ফোরক মন্তব্য করেন, 'এটা নিছকই একজন দুষ্কৃতীর গ্রেপ্তার নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে ভয়ংকর পরিকল্পনা; 'গ্রেটার বাংলাদেশ' তৈরির চক্রান্ত!' তিনি দাবি করেন, 'এই যুবকেরা সীমান্তপারের জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল হিসেবে কাজ করছে। যাদের আশ্রয় ও মদত দিচ্ছেন তৃণমূল নেতারা, শুধু ভোটব্যাংক ও নির্বাচনী কাজ করানোর জন্য।' তিনি বলেন, 'উদ্দেশ্য একটাই; সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভয় দেখিয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা। যাতে ওই এলাকায় বাংলাদেশের মৌলবাদী ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়।' প্রাক্তন সাংসদের দাবি, আজও ব্যারাকপুরের সংসদীয় এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ তাঁকেই খোঁজেন; হাসপাতাল, সার্টিফিকেট, চিকিৎসা বা ভর্তির প্রয়োজনে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'অ্যাপ চালু মানেই নাটক। পার্থ ভৌমিক বলেছিলেন গুন্ডারাজ খতম করবেন। অথচ খুন, অস্ত্র উদ্ধারে এলাকা অস্থির। ঠিকাদারি নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জুটমিলগুলো ধ্বংসের মুখে।'

পানিহাটি

এসএসসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ

বিধিতে বদলে আবার কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। মামলা দায়ের হয়েছে এসএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিধির বিরোধিতা করে। মঙ্গলবার বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আগামী ৫ জুন শুনানির সম্ভাবনা। ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশের পাশাপাশিই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল নতুন করে পরীক্ষা নিতে হবে। বেঁধে দিয়েছিল সময়সীমা। তা মেনেই গত শুক্রবার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিই এবার আইনি জটে। সুপ্রিম নির্দেশ মানা হয়নি। এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা। মামলাকারী লুবানা পারভিনের দাবি, ৪৪ হাজার নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি ও রুল প্রকাশ করা হয়েছে তা অবৈধ। বয়সের ছাড় থেকে অভিজ্ঞতার নম্বর, সব ক্ষেত্রে নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে বলেই দাবি তাঁর। দিন তিনেক আগেই ২০১৬ সালের চাকরিহারাদের নিয়োগের পরীক্ষার

নতুন বিধি প্রকাশ করেছে এসএসসি। নতুন পরীক্ষাবিধিতে নানা বদল আনা হয়েছে। এর পরেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। মামলাকারীদের দাবি, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিধি ২০১৬ সালের মতোই করতে হবে। ২০২৫ সালের নিরিখে ন'বছর আগের নিয়োগপ্রক্রিয়ার বিধি নির্ধারণ করা অযৌক্তিক। শুধু তা-ই নয়, ২০১৬ এবং ২০২৫ সালের নম্বরের তুলনা করলে দেখা যাবে, আগে ৫৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হত। সেখানে এখন ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

মোদীকে চিঠি 'ইন্ডি' জোটের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: পাকিস্তান সীমান্তে লাগাতার জঙ্গিহানা, ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিঁদুর', এবং ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে যৌথভাবে চিঠি পাঠাল ১৬টি বিরোধী দল। তাদের বক্তব্য, সেনাবাহিনীর প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেও, সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি চাওয়া গণতন্ত্রের অধিকার। এই যৌথ চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, অপারেশন সিঁদুর সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সরকারকে সংসদের পাটালিতে আনতে হবে এবং ওই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রয়োজন। চিঠির প্রথম স্বাক্ষর রাহুল গান্ধির, দ্বিতীয় অখিলেশ যাদব এবং তৃতীয় স্বাক্ষর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

বিচারপতির বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: সংসদের আসন্ন অধিবেশনে বিচারপতি যশবন্ত বার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট মোশন আনতে চলেছে কেন্দ্র। বিচারপতির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের ঘটনায় দুর্নীতির দায়ে এলাহাবাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব আনা হবে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এই বিষয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরই এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সহমত গঠনের কথাও বলেছেন তিনি। এই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবটি আনবেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

উত্তরে বৃষ্টির স্বস্তি, দক্ষিণে ভ্যাপসা গরমের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভ্যাপসা গরমে হিমশিম খাচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার দেখা নেই। তবে এরই মাঝে কিছুটা হলেও স্বস্তির বার্তা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বলেই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। পাশাপাশি, দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুরর কোথাও কোথাও তাপপ্রবাহ বইতে পারে। আর

কলকাতা-সহ বাকি জেলায় অনুভূত হবে ভ্যাপসা গরম। আপাতত বর্ষার অগ্রগতির কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ১০ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া। কোনও কোনও জেলায় হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি।

আগামী কয়েকদিনের তাপমাত্রা সম্পর্কে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ২ দিনে তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। এরপর ২ দিনে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে তাও হবে ক্ষণস্থায়ী। এরপরে ফের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী ২ দিনে তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। এরপর ২ দিনে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও ফের তাপমাত্রা বাড়বে বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০২/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৭৯৯ নং এফিডেভিট বলে Kalyan Das Mandal S/o. Madan Mohan Das Mandal ও Kalyan Das Mondal S/o. M. M. Das Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৩/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪২৯০ নং এফিডেভিট বলে Rajia Khatun ও Rajiya Khatoon W/o. Md Jamaluddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Nabil Ahmad Ansari.

নাম-পদবী
গত ০৩/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৮৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhash Ghosh S/o. Late Sukumar Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতামহ Gobinda Chandra Ghosh ও Satyacharan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৪/০১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Yousuf Ali Shaikh, Sekha Md. Iusufa ও Shaikh Mohammad Yousuf (Settlement, L.R. Khatian 3877) S/o. Lt. Jainal Abedin Shaikh সাং দিয়াড়া, সিঙ্গুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০২/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhankar Chakrabarti ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Saila Sekhar Chakrabarti ও S. S. Chaakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২৯/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Basudev Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Kumar Dutta ও A. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জমি বিক্রয়

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী ভোলানাথ মুরমু** পিতা কালিচরণ মুরমু দীগর সাকিম নিরঞ্জনপল্লী, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, হাল সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, মগরা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়/মহাশয়া তাহার তফশিলি উপজাতি (আদিবাসী) সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা **জেলা হুগলী, থানা মগরার সামীল, ২০ নং জে. এল. ভুক্ত, কোলা মৌজায়, হাল এল.আর. ৩১২৩ ও ৩১২৪ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৭০০ নং দাগে বাস্তু জমি, ০৮ শতক সম্পত্তি** তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত **(ফোন নং-৮২৪০৪০৪৯৭২)** যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

In The Court of Ld Chief Judge (Sr. Div.)Ghatal
T.S No. - 45/2022
শ্রী রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়....বাদী
Vs.
শ্রী সুজিত পাত্র দীং.....বিবাদী

২২) শ্রীমতি মিতা ভট্টাচার্য চট্টোপাধ্যায় স্বামী শ্রী রঞ্জিত ভট্টাচার্য সাকিন ও ডাকঘর রাজারহাট বিষ্ণুপুর থানা রাজারহাট জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পিন ৭০০১৩৫
২৩) শ্রীমত্যা নমিতা ভট্টাচার্য স্বামী স্বর্গীয় মানিক ভট্টাচার্য সাকিন শিরোমনি, ডাকঘর আবাস, থানা কোতোয়ালি, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং ৭২১১০১..... প্রতি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত মকদ্দমার বাদী শ্রী রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পিতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সাকিন ভবানীপুর পোঃ বাঁকা, থানা চন্দ্রকোনা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত ভবানীপুর মৌজায় ৪২৯ দাগে ৫৭ শতক সম্পত্তি বাবদ Partition & Injection এর দাবিতে উপরোক্ত আদালতে অত্র মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। অতএব আপনাদের জানানো যায় যে আগামী ইং 19.06.25 তারিখে বেলা ১০ ঘটিকায় সময় স্বয়ং অথবা কোন উকিল বাবুর দ্বারা অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া নালিশের কারণ সম্বন্ধে আপনাদের আপত্তি পেস করিবেন বা কারণ দরসাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আপনাদের বিরুদ্ধে কার্য করা হইবে। অদ্য ইং 2025/02/06 তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে,
সুশীল পান, Sherestadar
Civil Judge Court, (Sr. Divn.)Ghatal

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
লিখিতং **রীনা সাউ** স্বামী- প্রভুনাথা সাউ, বিগত ইংরাজী ২৭/০৭/২০১১ তারিখে বারাকপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **আমমোক্তারনামা** নং ০৯৩৭ মূলে তাঁহার নিযুক্তীয় **আমমোক্তার** মহাদেব ঘোষ পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ ঘোষ, মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ২৩/০৪/২০১২ তারিখে আমার মক্কেল বনানী বিশ্বাস স্বামী স্বপন কুমার বিশ্বাস বারাকপুর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল নং ৪১৭৬/২০১২ মুলে মৌজা-সূর্যপুর, থানা-টিটাগড়, স্থানীয় শিউলী গ্রাম পঞ্চায়েত-এর এলাকাধীন জেলা উত্তর ২৪পরগণা, এল. আর দাগ নং ১, এল. আর খতিয়ান ৬৫৩ নং হইতে ২(দুই) কাঠা ৮(আট) ছটাক জমি ক্রয় করিয়া স্থানীয় বারাকপুর-২ বি.এল. এবং এল.আর. অফিসে নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এতদ্বারা সকল জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উক্ত রেকর্ড সম্পর্কিত বিষয়ে কাহারো কোন আইনগত আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহারা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন, নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করাহইবে।

এবং

লিখিতং (১) **খতিব আলী গাজী (২) লতিফ আলী গাজী, (৩) রমজান আলী গাজী, (৪) আব্বাস আলী গাজী, (৫) নেচার আলী গাজী** সকলের পিতা মৃত আফাজুদ্দিন গাজী, (৬) **আজিদা বিবি** স্বামী আজিদ মন্ডল, (৭) **আর্জিনা বিবি** স্বামী আজিজুল হক, (৮) **আসুরা বিবি** স্বামী সেখ আসরাফ আলী, (৯) **আয়েসা বিবি** স্বামী উদ্দুস মন্ডল, ১০) **মৌজান বিবি** স্বামী লতিফ আলী গাজী, (১১) **আজিমা বিবি** স্বামী খতিব আলী গাজী, বিগত ইংরাজী ০৬/০৯/২০১১ তারিখে বারাকপুর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **আমমোক্তারনামা** নং ১০৭৬ মূলে তাঁহাদের নিযুক্তীয় **আমমোক্তার** মহাদেব ঘোষ পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ ঘোষ, মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ২৩/০৪/২০১২ তারিখে আমার মক্কেল বনানী বিশ্বাস স্বামী স্বপন কুমার বিশ্বাস বারাকপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল নং ৪১৭৬/২০১২ মুলে মৌজা- গনেশপুর, থানা-টিটাগড়, স্থানীয় শিউলী গ্রাম পঞ্চায়েত-এর এলাকাধীন জেলা উত্তর ২৪পরগণা, আর. এস. এবং এল. আর দাগ নং ৬৪, আর. এস. খতিয়ান নং ২৫, এল. আর খতিয়ান নং ২৫ ও ১৭৭ নং হইতে ৯ (নয়) কাঠা ১১ (এগার)ছটাক জমি ক্রয় করিয়া স্থানীয় বারাকপুর, ২ বি এল এবং এল আর অফিসে নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এতদ্বারা সকল জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উক্ত রেকর্ড সম্পর্কিত বিষয়ে কাহারো কোন আইনগত আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহারা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন, নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করাহইবে।

**পক্ষে/- টি কে রায়,
আইনজিবী,
বারাকপুর আদালত
Enrolment No:- WB/1129/1981.**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত পত্র

আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন কুমার মন্ডল** পিতা ৺ সিতাংশু শেখর মন্ডল সাকিম উত্তরায়ন, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয় তাহার নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী 12/11/2021 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10515/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)শ্রী অনুপ কুমার দাস** পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র দাস সাকিম দক্ষিণ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ ও **২)শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার** পিতা কার্তিক চন্দ্র সিকদার সাকিম রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে উক্ত **১)শ্রী অনুপ কুমার দাস ও ২)শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার** মহাশয়দ্বয় আমার মক্কেলের সহিত বিরূপ আচরন করায় ও আমার মক্কেলের সহিত সঠিক ভাবে যোগাযোগ না করায় বিগত ইংরাজী 23/05/2025 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-42/2025 নং **আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত পত্র দলিল মূলে অথবা ডিড অফ রিভোকেশন অফ জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মূলে উক্ত ১)শ্রী অনুপ কুমার দাস ও ২)শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার** মহাশয়দ্বয়কে পূর্বের আমমোক্তারনা বলে প্রাপ্ত সকল ক্ষমতা হইতে অব্যাহতি দিলেন। অদ্য হইতে আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন কুমার মন্ডল** পিতা ৺ সিতাংশু শেখর মন্ডল নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির একক ভাবে মালিক হইতেছেন। এক্ষনে উল্লেখ থাকে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার তারিখ হইতে উক্ত **১)শ্রী অনুপ কুমার দাস ও ২)শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার** মহাশয়দ্বয় উপরোক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আর কোনরূপ কার্য্যাদি করিতে পারিবেন না, বা তাহার ওয়ারিশগণ কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না, করিলেও তাহা সর্ব স্থানে সর্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, ৭১ নং জে.এল ভুক্ত, সুগন্ধ্যা মৌজায় অবস্থিত, হাল এল.আর. ১৩৭০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫৫০ নং দাগে ষোল আনায় ০.৯৩ একর বা ৯৩ শতক কলাবাগান জমি।

ইতি-**সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী দেবনারায়ণ কুন্ডু** পিতা ৺বিষ্ণু নারায়ণ কুন্ডু সাকিম রাজহাট, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয় বিগত ইং ২২/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2009/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী স্বপন পাল** পিতা বিভূতি পাল ওরফে বিভূতি ভূষণ পাল সাকিম রাজহাট কুমোরপারা, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী স্বপন পাল** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৩/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2070/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী মনজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি সাকিম কানাগড়, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩) ০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, আমি **শ্রী মনজিৎ মাঝি** উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ১৩/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5787/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী পাপিয়া দে** স্বামী শ্রী রবি দে, সাকিম তামলীপাড়া, রেডক্রস হসপিটাল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়াকে উক্ত খরিদা ০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা রাজহাট, ৬৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ২৮৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩০৮২ নং দাগে নালা জমি ষোল আনায় ০.২০ একরের মধ্যে ০.০৯২২ অংশে ০.০২০ একর বা ০২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী পাপিয়া দে** স্বামী শ্রী রবি দে, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী মনজিৎ মাঝি**
বিক্রেতা

আমমোক্তার নামা

১. আঙ্গুরবালা মাঝি, ২. সনদ কুমার মাঝি, ৩. সরুপ মাঝি, ৪. চম্পা দেশি, ৫. মালতি ভুঁইছ, ৬. মালিনা হাজরা, ঠিকানা-বিষ্ণুবাটি, পোস্ট-ভাটা, থানা-তারকেশ্বর ব্যক্তি ইংরেজি ২১.০৩. ২০১৩ তারিখে তারকেশ্বর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ১নং বহির ৩০নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এই ব্যক্তি আমমোক্তার ১.জলধর মাজি কে নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তিগণ ওয়ারিশন সূত্রে রেকর্ড অনুযায়ী ৮৪২ দাগে ভুক্ত রহিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও রূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক(১) মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা ও অ্যাডিসনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি-তারকেশ্বর সামিল মৌজা-বিষ্ণুবাটি, জে.এল. নং-১৯, হাল দাগের ৮৪২ শুনা জমি ১ আনায় ০.৩০ শতক সম্পত্তি।

কেস নাম্বার হল- MN/2025/0608/5992
MN/2025/0608/5993
MN/2025/0608/5995

**হিমাদ্রী চক্রবর্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

My client, Shri Samir Kumar Bhandari, S/o Shri Durgadas Bhandari, has purchased a property situated in Mouza Alampur (J.L. No. 04) under Sonamukhi Block through Deed No. 1307 dated 08.05.2025, registered at the Sonamukhi A.D.S.R. Office. The purchase was made through five Power of Attorney deeds executed by the authorized attorneys on behalf of the vendors, which are as follows: Deed No. 5282 dated 23.05.2023 registered at the Dumdum A.D.S.R. Office; Deed No. 11843 dated 07.08.2023 and Deed No. 7416 dated 26.05.2023, both registered at the Alipore DSR-III Office; Deed No. 854 dated 03.08.2023 registered at the New Delhi Punjabi Bagh e-Sub Registrar Office IIA; and Deed No. 1310 dated 03.08.2023 registered at the Janakpuri New Delhi e-Sub Registrar Office IIB. The property purchased by the buyer in the said mouza is recorded in Khatian No. 17, R.S. Plot No. 812, and L.R. Plot No. 973. The buyer intends to have the said land mutated in his own name. If anyone has any objection regarding the said land, they are requested to lodge a complaint with appropriate evidence within 30 days at the Sonamukhi B.L. & L.R.O. Office.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

১) সুমন্ত কুমার, পিতা- ৺মদন মোহন কুমার, সাং ২৯ সল্টলেক ব্লক সি, ই সেক্টর ১, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং- ৭০০০৬৪ । বিগত ইংরাজীর ১০/০৮/২০১৭ তারিখে এ.আর.এ.-৩ কলিকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 4445/2017 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শুভ্রা কুমার**, স্বামী - সুপ্রিয় কুমার) সাং ২৯ সল্টলেক সিটি, বিধাননগর উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং - ৭০০০৬৪ । **২) শুভ্রা রায়**, স্বামী - শ্যমল কুমার রায়, সাং- ২৪৮ সল্টলেক সিটি বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং- ৭০০০৬৪। বিগত ইংরাজীর ২২/০৩/২০১৮ তারিখে এ. আর. এ. ৩ কলিকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 1750 / 2018 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সুহৃদ মোহন ঘোষ**, পিতা ৺সুশীল কুমার ঘোষ) সাং - ৩১৩ ক্যানাল স্ট্রীট, পোঃ - শ্রীভূমি, থানা লেক টাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং ৭০০০৪৮ । ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তারদ্বয় আমমোক্তার দলিল বলে এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ২৫/০৬/২০২০ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ১২৯৯/২০২০ নং দলিল মূলে **ক) দেবপ্রসাদ দাস**, পিতা- নন্দ গোপাল দাস, সাং- বৈচী পীরতলা, পোঃ - বৈচী, থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৪ । **খ) জিল্লার রহমান**, পিতা - জামসেদ রহমান, সাং- বাঁটিকা রায়পাড়া, বৈচি পান্ডুয়া হুগলী, পিন নং - ৭১২১৩৪ । **গ) সুভদেব কুমার**, পিতা বাসুদেব কুমার, সাং বাঁটিকা বটতলা, বৈচি পান্ডুয়া হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৪ । **ঘ) কাকলি ঘোষ**, পিতা - যামিনী রঞ্জন ঘোষ, সাং বকুল পূর্বপাড়া, পোঃ - কুলীন গ্রাম, থানা - জামালপুর, জেলা – বর্দ্ধমান, পিন নং ৭১৩১৬৬ । **ঙ) সঞ্জীব কুমার ঘোষ**, পিতা - অনিল কুমার ঘোষ, সাং - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯, **চ) নূর হোসেন**, পিতা - হারুন রসিদ, সাং- জাহিরা, পোঃ - হরাল দাসপুর, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৩৪, **ছ) শিব শঙ্কর কর্মকার**, পিতা গোপাল চন্দ্র কর্মকার, সাং- বৈচী পীরতলা, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৪ । মহাশয়গনকে একুনে ১ টি কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বাঁটিকা, জে. এল. নং ৭, হাল. এল. আর. ৯৪২ খতিয়ানে ১) সাবেক ২০২০ নং দাগে তথা হাল ২১৪৯ দাগে শালি জমি ১. আনায় ৮৩ শতক । একুনে ১ টি দলিল মূলে ৮৩ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **ক) দেবপ্রসাদ দাস**, পিতা - নন্দ গোপাল দাস, **খ) জিল্লার রহমান**, পিতা - জামসেদ রহমান, **গ) সুভদেব কুমার**, পিতা- বাসুদেব কুমার, **ঘ) কাকলি ঘোষ**, পিতা - যামিনী রঞ্জন ঘোষ, **ঙ) সঞ্জীব কুমার ঘোষ**, পিতা - অনিল কুমার ঘোষ, **চ) নূর হোসেন**, পিতা - হারুন রসিদ **ছ) শিব শঙ্কর কর্মকার**, পিতা - গোপাল চন্দ্র কর্মকার, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **শুভ্রা কুমার ও স্বয়ং ও সুহৃদ মোহন ঘোষ** (আমমোক্তারদ্বয়)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা জুন, ২০ শে জৈষ্ঠ্য । বুধবার। নবমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দূরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(শ্রী ম খ্যাত মহেন্দ্র নাথ গুপ্তে র তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

তাজপুর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার বছর আগে ছাড়পত্র দেওয়া হলেও কোনও কাজ না হওয়ায় অবশেষে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করল রাজ্য সরকার। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্য এবার নতুন করে টেন্ডার ডাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে রাজ্য মন্ত্রিসভা আদানি পোর্টস অ্যান্ড এসইজেড-এর প্রস্তাবে সম্মতি দেয় এবং ২০২২ সালে লেটার অফ ইন্টেন্টও দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিরক্ষা ও নৌপরিবহন-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিভিন্ন অনুমতি না আসা এবং প্রকল্পে অগ্রগতি না-হওয়ায় দীর্ঘদিন ধোঁয়াশা তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন টেন্ডার নতুন করে ডাকার কথা। এবার তা চূড়ান্ত হল। প্রথম টেন্ডার অনুযায়ী, ১২৫ একর সমুদ্রতীরবর্তী জমি এবং শিল্প প্রকল্পের জন্য আরও ১ হাজার একর জমি দেওয়ার কথা ছিল, যার জন্য কোনও অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের দরকার পড়বে না বলেই জানানো হয়েছিল। নতুন টেন্ডারে এই জমির বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকছে কি না, সে বিষয়েও স্পষ্টতা আসা বাকি। তাজপুর বন্দর নির্মিত হলে তা রাজ্যের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর হবে। ২৫ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের সরাসরি এবং বহু মানুষের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করেছে রাজ্য প্রশাসন। কলকাতা থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দরটি ১২ মিটার ড্রাফট-সহ নির্মিত হবে এবং ডানকুনি ফ্রেইট করিডোর ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ গড়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নেন আসানসোলের বিধায়িকা ও বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, 'সামনে বিধানসভা নির্বাচন আসছে, এখন মানুষকে গাজরের টোপ দেখাতে হবে। তাই আদানির চুক্তি বাতিল করে আরও অনেক টেন্ডার ডাকতে হবে। বেঙ্গল সামিটে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও ৫ বছরে একটা কারখানাও রাজ্যে খুলতে পারেন নি'। এখন দেখার, কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সব ধাপ মসৃণভাবে সম্পন্ন করে অবশেষে তাজপুর বন্দর রাজ্যের অর্থনীতিকে সেই রূপান্তর এনে দিতে পারে কি না, যেটা নিয়ে বহুদিন ধরে আশাবাদী রাজ্য প্রশাসন। উল্লেখ্য এর আগে একাধিকবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভাতেও দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'তাজপুরে কোনও দিনই বন্দর হবে না, কারণ ওখানে প্রয়োজনীয় জমি নেই'।

রাজ্যে প্রথমবার জিএসটি সহায়তা সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: করদাতাদের বিভিন্ন জিএসটি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের অধীন বাণিজ্যিক কর বিভাগ রাজ্যে প্রথমবার জিএসটি সহায়তা সপ্তাহ পালন করবে। ২৩ থেকে ২৬ জুন রাজ্যের ৬৪টি জুরিসডিকশনাল অফিসে এই কর্মসূচি পালিত হবে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। এরপর প্রতি তিন মাস অন্তর একই ধরণের কর্মসূচি পালন করারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জিএসটি করদাতাদের সুবিধার্থে ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তর স্থায়ী সহায়তা ডেস্ক চালু করেছে। কিছু কিছু সেক্টর অফিসে অনিয়মিত ভাবে এধরণের শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। তবে এবার থেকে প্রতি অর্থবর্ষে নির্ধারিতভাবে রাজ্যজুড়ে এই বিশেষ সপ্তাহ আয়োজন করা হবে। প্রতিটি চার্জ অফিসে, এমনকি যে সমস্ত ইউনিটের অধীনে বড় সংখ্যায় করদাতারা রয়েছে সেখানে একাধিক আধিকারিক ও কারিগরি কর্মীদের নিয়ে সহায়ক দল গঠন করা হবে। এই টিম করদাতাদের সঠিক ভাবে কর জমা দেওয়া, আইনি প্রশ্ন এবং পদ্ধতীগত খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত করবে। এছাড়াও জিএসটিএন পোর্টালে টিকিট তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। ডিরেক্টরেট সমস্ত করদাতাকে জিএসটি সহায়তা সপ্তাহ সম্পর্কে অবহিত করতে জোরদার প্রচারেরও নির্দেশ দিয়েছে।

একাধিক দপ্তরে সচিবস্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কয়েকটি দপ্তরে সচিব স্তরে রদবদল করা হল। সংশোধনাগার দপ্তরের নতুন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব হলেন হৃদেশ মোহন। তিনি এতদিন সর্বশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দপ্তরে দায়িত্ব সামলাছিলেন। এবার থেকে এই দায়িত্ব সামলাবেন আইপিএস রাজেশ কুমার। এই আইপিএস এতদিন সংশোধনাগার দপ্তরের সচিব ছিলেন। তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল ডিজি রাজিব কুমার কে। বুধবার থেকে এই দায়িত্ব সামলাবেন অনুপ আগরওয়াল। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের এই অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে থাকবে। এদিন কর্মীব বর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

অর্থ দপ্তরে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে সাধারণত সোজা নিজের দপ্তরেই যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মঙ্গলবার ঘটল ব্যতিক্রম। ১৪ তলার দপ্তরে না গিয়ে এদিন আচমকাই সোজা ১২ তলায় অর্থ দপ্তরে হাজির হলেন তিনি। জানা গিয়েছে, কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে এই 'সারপ্রাইজ ভিজিট'। অর্থ দপ্তরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন অফিসার ও কর্মীদের সঙ্গে। কেউ কেউ ছবি তোলার অনুরোধ করলে, খোশ মেজাজেই সম্মতি দেন মমতা। খবর পেয়ে অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে।সূত্রের খবর, প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট দফতরে কাটান তিনি। সরকারি কাজ, ফাইল সংক্রান্ত আলোচনা হয়। পরে নিজের ১৪ তলার দপ্তরে ফিরে যান মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, নবান্নে অন্য দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ পরিদর্শন নতুন নয়। এর আগেও ভূমি দপ্তর, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরে গিয়েছিলেন তিনি। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে কর্মীদের অনুপস্থিতি দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফের ২ বছর পর অর্থ দপ্তরে তাঁর এমন পরিদর্শন প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা বাড়িয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জি অ্যাডভান্স'২৫-এ অ্যালেন অনলাইনের নজরকাড়া সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: জি অ্যাডভান্স-২০২৫-এ নজরকাড়া সাফল্যের মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষাক্ষেত্রে আবারও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল অ্যালেন অনলাইন। এখনও পর্যন্ত অ্যালেন অনলাইন-এর ১,৪৬৭ জন ছাত্রছাত্রী দেশের শীর্ষ ২৫,০০০-র মধ্যে স্থান অর্জন করেছেন। আর এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের।

শীর্ষ স্থানাধিকারীদের তালিকায় এগিয়ে রয়েছেন কলকাতার অরিত্র রায়, যিনি অ্যালেন অনলাইন-এর ক্লাসরুম কোর্স থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ৫০ অর্জন করেছেন। দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় ৯৯.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। এই বিষয়ে অরিত্র বলেন, 'অ্যালেন অনলাইন-এর ফ্লেক্সিবিলিটি আমাকে নিজের মতো করে পড়াশোনার সুযোগ দিয়েছিল, আর কোর্সের স্ট্রাকচারের নিয়মানুবর্তিতা আমাকে প্রতিনিয়ত মোটিভেট করে গেছে।' অরিত্র ছাড়াও সফলদের তালিকায় রয়েছেন অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিরাগ সিং এর মতো শিক্ষার্থীরাও। যা অ্যালেন অনলাইন-এর কার্যকরী শিক্ষা প্রনালীর প্রতিচ্ছবি। লাইভ অনলাইন ক্লাস, নিয়মিত মক টেস্ট, পার্সোনাল মেন্টরশিপ, ডাউট-সলভিং সাপোর্ট এবং অ্যালেন অ্যাপ-এর অ্যাডভান্টেজ, সব মিলিয়ে ঘরে বসেই সাফল্যের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থীরা। অ্যালেন ক্যারিয়ার ইন্সটিটিউটের সিইও নিতিন কুকরেজা বলেন, 'অ্যালেন ক্যারিয়ার ইন্সটিটিউট-এর ৩৬ বছরের সাফল্যের ইতিহাস রয়েছে। এবং অ্যালেন অনলাইন-এর মাধ্যমে সেই উৎকর্ষতার ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরে আমরা উচ্ছসিত।' ২০২৫-এর ব্যাচ ২০২৪-এর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যেখানে ইতিমধ্যেই সারা দেশের আইআইটিগুলিতে ১১২ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

'বলপূর্বক' ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর আমতলা কলোনিতে শান্তিনিকেতন ক্লাবের কাছে ভগন পন্ডিতের বাড়িতে বহু বছর ধরে ভাড়া আছেন ৬৫ বছরের সপ্তমী চৌধুরী। সেই বাড়িতে থাকেন তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূ। স্থানীয়দের দাবি, ওই জমিটা নাকি কিনেছেন জগদ্দলের কেবিন রোডের বাসিন্দা সাহেব গুপ্তা। অভিযোগ, মঙ্গলবার বেলায় সাহেব গুপ্তা শাসকদল ঘনিষ্ঠ গুড্ডু পান্ডে, ছোটন দাস, টিংকু দাস, দীপক বিশ্বাস, বিজয় সাউদের ওই বাড়িতে এনে জোর করে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। টালির ছাউনির বাড়িতে তাঁরা ভাঙচুরও চালায়। বৃদ্ধা সপ্তমী চৌধুরীকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর ছেলে গণেশ চৌধুরীকে দৌড় করিয়ে ওরা এলোপাথাড়ি পেটায় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত গণেশ চৌধুরী জানান, ৭০ বছর ধরে তাঁরা ভগন পন্ডিতের ওই বাড়িতে বসবাস করছেন। ইদানিং সাহেব গুপ্তা এসে বলছেন তাঁরা নাকি ওই জমিটা কিনেছেন। এখন জায়গা খালি করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।

রাজ্যের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়েছে রাজ্য সরকারকে। এবার এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা। আগামী ৯ জুন এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা বলে আদালত সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর। এই চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা গ্রুপ সি ও ডি-র। শিক্ষক ও শিক্ষিকারা আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বেতন পাবেন। কিন্তু, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র কর্মীদের জন্য কোনও ঘোষণা করেনি সুপ্রিম কোর্ট। এরপর সেই কর্মীদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল

চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি

লাইভলিহুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্টারিম স্কিম' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এই ভাতা বা অনুদান দেবে চাকরি হারানো গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের। যথাক্রমে ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। সেই নির্দেশকে

চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের যে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকে অযোগ্য রয়েছেন। আর এখানেই মামলাকারীদের প্রশ্ন, অযোগ্যদের কেন ভাতা দেওয়া হবে। শুধু তাই নয় কোন আইনে এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাও আদালতে জানতে চান তাঁরা। সঙ্গে এও দাবি করা হয়, যদি ভাতা দিতেই হয় তাহলে সবাইকে দিতে হবে। যাঁরা চাকরি পাননি বা ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন, তাঁদেরও ভাতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

শর্মিষ্ঠার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা ওয়াজাহতের বিরুদ্ধে এফআইআর কলকাতা, অসম এবং দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াজাহত খান, যাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় পুনের আইন ছাত্রী তথা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার শর্মিষ্ঠা পানোলিকে। গার্ডেনরিচ থানায় তাঁরই অভিযোগে শর্মিষ্ঠাকে শুক্রবার গুরুগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। এরপরই ওয়াজাহতের বিরুদ্ধে অন্তত তিনটি রাজ্যে দায়ের হল এফআইআর। এর মধ্যে অসম সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে বলে সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, ওয়াজাহত খান নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। একটি ধর্মের উপাসনালয় নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে অসমে। এরই সূত্র ধরে ওয়াজাহতকে গ্রেপ্তার করতে অসম পুলিশ বাংলায় আসবে বলে জানিয়েছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শুধু তাই নয়, ওয়াজাহতকে গ্রেপ্তারিতে অসম পুলিশকে সহায়তা করার জন্য বাংলার সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন হিমন্ত। এদিকে ওয়াজাহতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পর থেকে তিনি পলাতক বলে লালবাজার সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে তাঁর বাবা সাদাত খান জানান, ছেলের বিরুদ্ধে অসংখ্য হুমকি ও অপমানকর ফোন আসছিল। তারপর থেকেই সে নিরুদ্দেশ। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও দিল্লিতে ওয়াজাহতের বিরুদ্ধে হয় এফআইআর, সেই অনুযায়ী তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কলকাতার রশিদি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ওয়াজাহত খান। এই সংগঠনই শর্মিষ্ঠা পানোলির বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ দায়ের করেছিল। তাদের অভিযোগ, কলকাতার এই বাসিন্দার বিরুদ্ধে শ্রীরাম স্বাভিমান পরিষদ মঙ্গলবার একটি এফআইআর দায়ের করেছে। উল্লেখ্য, এই পরিষদ হল একটি দাতব্য অছি পরিষদ। গার্ডেনরিচ থানাতেই ওয়াজাহতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ওয়াজাহত খান ইচ্ছাকৃতভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষমূলক ও ঘৃণা প্রচার করতেন। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের প্রতি, হিন্দুদের পবিত্র ধর্মবিশ্বাস ও দেবতাদের নিয়ে। তিনি কৃষ্ণ ও সনাতনী বেদ-পুরাণ নিয়ে অবমাননাকর ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন। এই প্রেক্ষিতে শ্রীরাম স্বাভিমান পরিষদ অবিলম্বে ওয়াজাহত খানের গ্রেপ্তারি দাবি করে কলকাতা পুলিশকে বলেছে, ১৫০০ কিমি দূর থেকে যদি শর্মিষ্ঠা পানোলিকে ধরে আনা সম্ভব হয়, তাহলে গার্ডেনরিচেরই বাসিন্দাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার করা উচিত। অভিযোগে বলা হয়েছে, আইনের চোখে সকলেই সমান। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওয়াজাহতের বাবা জানান, রবিবার রাতের পর থেকে তাঁর ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেকে নির্দোষ ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে সাদাত খান বলেন, ওর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়ে থাকতে পারে। সে এখন কোথায় আছে তাও জানেন না বাবা। তাঁর ফোন বন্ধ রয়েছে, তাই যোগাযোগও করা যাচ্ছে না।

জামিন পেলেন না শর্মিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত জামিন পেলেন না শর্মিষ্ঠা পানোলি। তিনি জামিন পাবেন কি না তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে ৫ জুন পর্যন্ত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযান নিয়ে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগে শর্মিষ্ঠা পানোলিকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুর ১২টার কিছু পর এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে। বিচারপতি ওই তরুণীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেননি। এই প্রসঙ্গে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'বাক স্বাধীনতা থাকলেই ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা যায় না।' তবে তাঁর বিরুদ্ধে আর নতুন করে অভিযোগ করা যাবে না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। পাশাপাশি শর্মিষ্ঠা মামলায় বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ,'গার্ডেনরিচ থানার এফআইআর-কে প্রথম মামলা হিসেবে ধরতে হবে। অন্যান্য এফআইআর গুলো নিয়ে এখনই কোনও ব্যবস্থা নয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য যেন এই মুহূর্তে নতুন কোনও এফআইআর গ্রহণ না করে। ৫ জুন রাজ্যকে কলকাতা হাইকোর্টে কেস ডাইরি পেশ করতে হবে। এরপরই আদালত অন্যান্য এফআইআর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।' আগামী ৫ জুন ফের এই মামলা শুনবে আদালত। অর্থাৎ, তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর না হলেও সাময়িক স্বস্তি পেলেন শর্মিষ্ঠা। প্রসঙ্গত,গত শুক্রবার রাতে গুরুগ্রাম থেকে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার এই আইনের ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে গার্ডেনরিচ থানায় প্রথম অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতেই হয় গ্রেপ্তারি। এরপর আলিপুর আদালতে তোলা হলে ১২ জুন পর্যন্ত তাঁকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

'ধর্ষণ-কাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ!'

ব্যারাকপুর তৃণমূল সাংসদকে নিশানা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ষণ মামলার পলাতক এক অভিযুক্তকে কেন্দ্র করে ফের শাসকদলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন ব্যারাকপুরের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে চাঁচাছোলা ভাষাতে লেখেন,'আপনারা কি চিনতে পারছেন এই ব্যক্তিকে?' এরপর তিনি দাবি করেন, 'সুমন সাহা একজন ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একাধিক বার ও হোটেল চালায় সে।' এই সুমন সাহাকেই বিভিন্ন তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, 'তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক রাজনৈতিক নেতা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা গেছে।' সরাসরি নাম না করে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান তৃণমূল সাংসদকে কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, 'যিনি এক সময় বলেছিলেন, ব্যারাকপুরে আর গুন্ডারাজ চলবে না, সেই তিনিই আজ ধর্ষণকারী ও অপরাধীদের ঘনিষ্ঠ।' অর্জুনের আরও অভিযোগ, 'এই সাংসদই অপরাধীদের কাউন্সিলর বানিয়েছেন। ফলে স্পষ্ট বলা যায়, তিনিই গুন্ডাদের শাসক বানিয়েছেন।' পোস্টের একদম শেষ অংশে অর্জুন সিং আরও দাবি করেন, 'ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত সুমন সাহাকে দেখা যাচ্ছে দীপক লাহিড়ী ওরফে বড় ভাই-এর সঙ্গে। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ।' ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ব্যারাকপুরে আইনের শাসন কার্যত দুষ্কৃতীদের হাতে উঠে গেল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

Arjun Singh @Arjunsing... · 9h
Can you recognise this person?

Suman Saha is absconding in a rape case. He runs several bars and hotels located on the Kalyani Expressway.

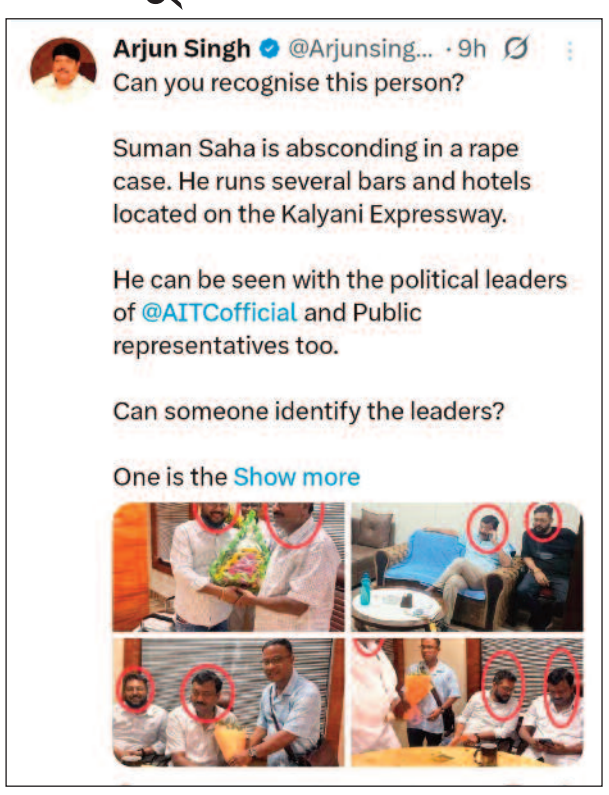

He can be seen with the political leaders of @AITCofficial and Public representatives too.

Can someone identify the leaders?

One is the Show more

চোর অপবাদে মার, ইলেকট্রিক শক কিশোরকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চূড়ান্ত অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো মহেশতলার বাসিন্দারা। এখানকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় কাজ করতে গিয়েছিলেন বছর চোদ্দর সামসাদ আলি। এরপরই তাকে চোর অপবাদ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ সামসাদ আলির পরিবারের। মারধরেই ক্ষান্ত থাকেনি অভিযুক্ত। সামসাদকে ইলেকট্রিক শকও দেওয়া হয়। এই সামসাদের বাড়ি ইসলামপুর থানার ছোঘরিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, আনুমানিক প্রায় তিন বছর আগে ভাড়া নিয়ে মহেশতলা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কানকুলি পূর্বপাড়ায় জিন্স প্যান্ট ওয়াশের কারখানা করেন শাহেনশা নামে এক ব্যক্তি। এই কারখানাতেই কাজ দেওয়ার নামে একই পরিবারের দুই ভাই সামসাদ আলি ও আনসার আলিকে নিয়ে যায় শাহেনশা। প্রায় দেড় মাস ধরে সেখানেই কাজ করত ওই দুই ভাই। এলাকাবাসীদের দাবি, ঘটনাটি গত শনিবারের। ওই দিন কারখানার বাইরে ওই কিশোরকে

তারা দেখেন। শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। কী কারণে মারা হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে কারখানার লোকজন জানায় যে সে মোবাইল চুরি করেছে। চুরির মিথ্যা অপবাদে ১৪ বছরের কিশোরকে উল্টো করে ঝুলিয়ে বেধড়ক মারধর, ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। তবে তাঁরা একইসঙ্গে এও জানান, এই নৃশংসতার সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ তাঁরা জানতেন না। এরপরই সোমবার কারখানা বন্ধ করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত শাহেনশা। বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে কারখানা। সরাসরি কিশোর নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করলে মূল মাথার খোঁজ এখনও মেলেনি।

মার্কিন নাগরিকদের প্রতারণা, পর্ণশ্রীতে ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: পর্ণশ্রী থানা এলাকার ডায়মন্ড হারবার রোডে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে চলছিল বেআইনি কল সেন্টার। আর এই কল সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মাইক্রোসফট ও নর্টনের মতও সংস্থার সহায়তা প্রদানকারী পরিচয় দিয়ে মার্কিন নাগরিকদের প্রতারণা করা হচ্ছিল। এই অভিযোগ পেতেই এই কলসেন্টারকে চিহ্নিত করে হানা দেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা। ওই ফ্ল্যাট থেকে ছয় জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। সঙ্গে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে এও জানানো হয়, ভিওআইপি কলের মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের প্রতারণা করা হচ্ছিল। টেকনোলজি সাপোর্ট দেওয়ার নাম করে প্রতারিতদের কম্পিউটার ও ল্যাপটপের অ্যাক্সেস নিজের হাতে নিত প্রতারকরা। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর,ঘটনাস্থল থেকে ৩.৫ লক্ষ টাকা নগদ, ৫ টি ল্যাপটপ, ৯টি মোবাইল-সহ একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গোটা বিষয়টির তদন্ত করছে পুলিশ।

পার্পেল লাইনে ৪০ মিনিট অন্তর মেট্রো, কমবে পরিষেবা সংখ্যাও

প্রতিবেদন: জরুরি ভিত্তিতে বুধবার, ৪ জুন কলকাতার পার্পেল লাইন মেট্রো পরিষেবায় সাময়িক পরিবর্তন হতে চলেছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন প্রতি ২৪ মিনিট অন্তর নয়, মেট্রো চলবে ৪০ মিনিট অন্তর।

এর জেরে মোট ৬২টি মেট্রো ট্রেনের পরিবর্তে কাল চালানো হবে মাত্র ৩৮টি পরিষেবা, আপে ১৯টি ও ডাউনে ১৯টি।

জোকা থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৮টা এবং মাজেরহাট থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৮টা ২০ মিনিটে। সর্বশেষ মেট্রো জোকা থেকে ছাড়বে রাত ৮টা এবং মাজেরহাট থেকে রাত ৮টা ২০ মিনিটে। পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কারণে যাত্রীদের যে অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের ২৭ দিন অতিক্রান্ত। এখনও স্নাতক স্তরে ভর্তির নির্দেশিকা প্রকাশ না করে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হাজরা চত্বরে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ।

ভোটের হার জানাতে নয়া প্রযুক্তির সাহায্য নেবে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট শেষ হওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটের হার জানাতে নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সাধারণ মানুষকে ভোটের হার সম্পর্কে দ্রুত তথ্য জানাতে [illegible] অ্যাপের সাহায্য নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

ভোট চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সরাসরি [illegible] অ্যাপে ভোটের হার সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে পারবেন। প্রতিটি বুথের ভোটের হার সংক্রান্ত তথ্য সামগ্রিকভাবে বিধানসভা ভিত্তিক জানার সুবিধা থাকবে এই অ্যাপের মাধ্যমে। ভোট শেষে বুথ থেকে রওনা হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটের হার প্রিসাইডিং অফিসার নির্দিষ্ট অ্যাপে আপলোড করে দেবেন। এর আগে হাতে লিখে সেক্টর অফিসার ভোটের হার ফোন করে বা এসএমএসের মাধ্যমে জানাতেন রিটার্নিং অফিসারকে। ফলে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ ভোটের হার জানা যেত না। অপেক্ষা করতে হতো পরের দিনের জন্য। কিন্তু এবার সরাসরি অ্যাপের মাধ্যমে ভোট শেষ হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোটের হার জানতে পারবেন সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ দিন যত বাড়ছে বয়স তত বাড়ছে নির্বাচন কমিশনের নাবালক থেকে সাবালক হয়ে উঠতে প্রতিদিন যেন নতুন করে লড়াই করে চলেছে নির্বাচন কমিশন। নতুন প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এবং তার কাঁধে ভর করে নির্বাচন কমিশন একেবারে মানুষের মন জয় করতে চাইছে নিজের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে। গণতন্ত্রের সবথেকে বড় দেশ এই ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন যাতে মানুষ সব রকম ভাবেই সেই উৎসবকে পালন করতে পারে এবং নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য নির্বাচন কমিশন এখন থেকেই সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে।

দুর্ঘটনা রুখতে ইএম বাইপাসে বসছে 'পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্ঘটনা রুখতে ও যাত্রী পরিষেবা উন্নত করতে এবার ই এম বাইপাসে বসছে উন্নত মানের 'পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচালয়। মোট ৯টি জায়গায় এই শৌচালয় তৈরি করবে কলকাতা পুরসভা। সম্প্রতি মেয়র পরিষদের বৈঠকে এই প্রকল্পে সিলমোহর পড়েছে। খরচ ধরা হয়েছে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার বেশি। হাডকো মোড় থেকে ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত বিস্তৃত বাইপাসে এতদিন রুবি, পাটুলি বা সুভাষ সরোবর ছাড়া কোথাও শৌচালয়ের সুবিধা ছিল না। পুরসভার সূত্র জানায়, আগামীদিনে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো এবং এয়ারপোর্ট-গড়িয়া মেট্রো রুট চালু হলে যাত্রীসংখ্যা বাড়বে বাইপাসে। সেই কথা মাথায় রেখেই নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে আধুনিক শৌচালয় গড়ার সিদ্ধান্ত। জরুরি প্রয়োজনে বাইপাস ধরে চলা যে কোনও ব্যক্তি এই পরিষেবা নিতে পারবেন। সল্টলেক মেট্রো স্টেশন, ঋত্বিক ঘটক মেট্রোর ৩ নম্বর গেট, ভিআইপি বাজার মেট্রো গেট, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো, রুবি মোড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মেট্রোর ২ নম্বর গেট, অজয়নগর ক্রসিং, শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন এবং সত্যজিৎ রায় মেট্রো স্টেশন; এই ৯টি জায়গায় বসবে এই শৌচালয়। পুরসভার উত্তরণ বিভাগের এক কর্তা জানান, 'সড়ক বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সার্ভে করে জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এতদিন বাইপাস ছিল কেএমডিএর অধীনে। এখন পুরসভার হাতে আসার পর ধাপে ধাপে উন্নয়ন হচ্ছে।'

কাজ না দিয়ে বেকারদের হাতে তৃণমূল অস্ত্র তুলে দিচ্ছে: গার্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেকার যুবকদের কাজ না দিয়ে তৃণমূল হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। এমনটাই দাবি করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সিটুর সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, স্মার্ট প্রিপেড মিটারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার কাঁকিনাড়া স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি নিয়েছিল সিপিএমের ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটি। উক্ত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলা থেকে কলকারখানা সব উঠে গেছে। রাজ্যটাকে বোমার ভান্ডারে পরিণত করা হয়েছে। কাটমানি খেতে কিংবা তোলাবাজির জন্য তো অস্ত্রের দরকার। তাই অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বেকার যুবকদের কাজ না দিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তোলাবাজির স্বর্গ রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল। উক্ত স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ন রায়, অভি কর-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

EKDIN 04.06.2025 PAGE 4_Layout 1 6/3/2025 9:32 PM Page 1

সম্পাদকীয়

আলো দেখাচ্ছে সেবার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক উদ্যোগে পরিচালিত বেশ কিছু স্কুল

সব দেখেশুনে মনে হয়, এ রাজ্যে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি এখন যেন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। তবে কি সুশিক্ষার অভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ? এই আশঙ্কার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে সুচাঁদ মাহাতোর মতো আনাজ বিক্রেতারাও অত্যন্ত কষ্ট করে বহু অর্থ ব্যয় করে ছেলেমেয়েদের বেসরকারি আবাসিক স্কুলে পড়তে পাঠাচ্ছেন। ফলে কোথাও সরকারি স্কুলের শিক্ষক, কোথাও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ, কোথাও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের উদ্যোগে বেসরকারি আবাসিক স্কুলের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে এই উদ্যোগ এক দিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতে সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে, অন্য দিকে তেমনই অভিভাবকদের মনেও জোগাচ্ছে ভরসা। ঠিক এই কারণেই ওই স্কুলগুলিতে বেড়ে চলেছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। যে সকল অভিভাবকের অভাব নিত্যসঙ্গী, তাঁরাও নিজের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে ভাল স্কুলের খোঁজ করছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে এই রাজ্যের জেলায় জেলায় বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থানীয় মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। জনশিক্ষার প্রসারের স্বার্থে এক সময় পশ্চিমবঙ্গের সরকারের শিক্ষা দফতর সেই স্কুলগুলিকেই অনুমোদন দিয়ে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পরিণত করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই স্কুলগুলি সরকারের অবহেলায় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথাও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, কোথাও অভাব ছাত্রছাত্রীর। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দুর্নীতির অভিযোগে প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বহু স্কুল তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। স্থায়ী পদে শিক্ষক নিয়োগ না হলে, কত দিন আর প্যারা টিচারের ভরসায় স্কুল খোলা রাখা সম্ভব হবে? শিক্ষা দফতরের এ সব কাণ্ডকারখানা দেখে আরও বেশি অভিভাবক সরকারি স্কুলের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দলে দলে শিক্ষা-ব্যবসায়ী শহর, শহরতলি-সহ প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতেও ঝাঁ-চকচকে স্কুলবাড়ি নির্মাণ করে শিক্ষা-ব্যবসায় নেমে পড়েছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে এখন তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত; ১) সরকার পরিচালিত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা, ২) বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মুনাফাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, ৩) সেবার মানসিকতা নিয়ে সামাজিক উদ্যোগে পরিচালিত বেসরকারি আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা।

শব্দবাণ-২৯৩

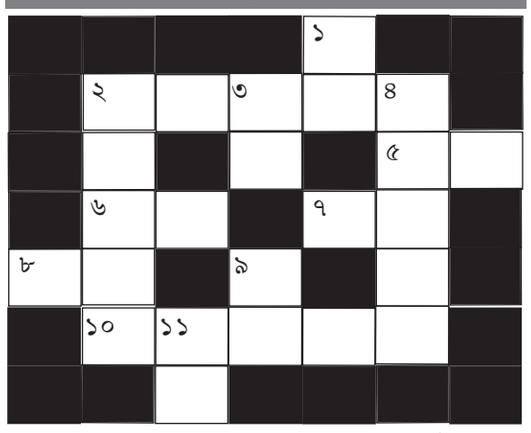

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. (আল.) কপট ধার্মিকতা, ভণ্ডামি ৫. বারকোশ ৬. সমাপ্ত, সাঙ্গ ৭. ঠাকুরানি ৮. যজ্ঞ, হবন ১০. শহরের প্রধান প্রবেশপথ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. প্রখর, কড়া ২. শত্রুতা করা ৩. শরম, ব্রীড়া ৪. সেইসময়ের ৯. নিত্য, সর্বদা ১১. মাংস।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯২

পাশাপাশি: ১. নিবীত ৩. ভ্যাপসা ৫. সহস্র ৬. লক্ষণ ৭. জুবিলি ৯. অজপা ১১. মনন ১২. টহল।

উপর-নীচ: ১. নিবাস ২. তমিস্র ৩. ভ্যাজাল ৪. সারণ ৭. জুলুম ৮. লিখন ৯. অডিট ১০.পাগল।

জন্মদিন

আজকের দিন

নূতন

১৯৩৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নূতনের জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এসপি বালসুব্রহ্মনিয়ামের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট শিল্পপতি অনিল আম্বানির জন্মদিন।*

‘আমি যে মানুষের কথা বলি সেই মানুষ অমৃতস্যপুত্রাঃ’

শান্তনু রায়

এ ব্যাপারে অন্যরাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে সম্যক জ্ঞান না থাকলেও দীর্ঘ কর্মজীবনে এ রাজ্যে একাধিক জেলায় বিবিধ গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকার সুবাদে এই নিবন্ধকারেরও সুযোগ ও সৌভাগ্য যেমন হয়েছে ভিন্নধর্মাবলম্বী অনেক সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার, তেমনই বর্তমানেও ভিন্নধর্মাবলম্বী অনেক সাধারনের সংস্পর্শে আসারও।কিন্তু এমন কারও কাছ থেকে উক্ত নিবন্ধকার-কল্পিত আশংকার মতো কোন ঘটনা বা কারো অনুভূতি আজও অবধি শোনা কিংবা জানা যায়নি ।

শিরোনামটি সম্প্রতি বার্লিনের এক হাসপাতালে প্রয়াত স্বদেশ থেকে চিরনির্বাসিত কবি দাউদ হায়দারের ‘আমার কথা’ কবিতার পংক্তিদ্বয়। ১৯৭৪ এর মে মাসে ঢাকা ত্যাগ করে আসা ইস্তক এই মহানগরে অনিশ্চয়তাভরা তেরোটি বছরও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । সেকারণে অস্বাভাবিক নয় যে সুদূর পরবাসে একাকী বসবাসকারী কবির প্রয়াণ সংবাদে এ মহানগরের কবিতাপ্রেমিক বঙ্গজনেরাও বিমর্ষ ও শোকাহত হবেন-কবিতা-অনুরাগীদের পরিসরে আলোচিত হবেন সেই প্রতিবাদী কবি ১৫ বছর বয়সে ছাপার অক্ষরে যাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল কিংবা যাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত আমেরিকার দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইজরায়েলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে।বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ত্রিশটির মতো গ্রন্থের প্রণেতা দায়ুদ হায়দার দীর্ঘকাল জার্মান-বাস সত্ত্বেও জার্মান-নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি-বাঙালি হয়েই থাকতে চেয়েছেন বরাবর। শোনা যায় সিটি অব জয় এর লেখক দোমিনিক ল্যা পিয়ারে ‘পৃথিবীর এত দেশ থাকতে কোলকাতাকে কেন বেছে নিয়েছেন’ এ প্রশ্নের উত্তরে নাকি বলেছিলেন, অতিশয়োক্তি হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ আর দাউদ হায়দারের কবিতার জন্য। উত্তাল জীবন পাড়ি দিয়ে সফল এমন একজন কবির প্রয়াণ- সংবাদটি পরদিনই তাঁর স্বদেশভুমি বাংলাদেশের প্রথম আলো , ইত্তেফাকে'র পাশাপাশি কোলকাতার কোন কোন সংবাদপত্র এমনকি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসেও প্রকাশিত হয়েছে।তবে নিজের জন্মভূমিতে এই ঘোষিত নাস্তিক রয়ে গেছেন চির-ব্রাত্য।আবার এ বঙ্গেও ইদানীং যথোচিত চর্চিত হয় না তাঁর কবিকৃতি, এত প্রতিকুলতার মাঝেও এমন সাফল্য-হয়ত কোন এক বিশেষ কারণে। সেহেতুই হয়ত তাঁর প্রয়ানের পরও তাঁকে বা তাঁর কবিতা নিয়ে চর্চার আগ্রহের তেমন কোন বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়েনি ।

তাই এ মাসের দশ তারিখে একটি বড় হাউসের পত্রিকায় ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ শীর্ষক (দাউদ হায়দারের একটি সুপরিচিত কবিতার শিরোনাম) উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ দেখে প্রাথমিকভাবে এক দুর্লভ আশা ও কৌতুহল জেগেছিল, হয়তবা একটি কবিতা লিখে বিতর্কিত ও পরিণামে বাকি জীবন প্রিয় স্বদেশ থেকে চিরনির্বাসিত হয়ে জীবন কাটানো সদ্যপ্রয়াত সেই কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য বা তাঁর কবিতার কোন পর্যালোচনা সেটি।কিন্তু হায়! সেই কবি বা তাঁর কবিতা সম্বন্ধে একটি বাক্যও এমনকী কবির নামটিও একবারের তরে উল্লেখিত হয়নি উক্ত নিবন্ধে। যদিও ১৯৭২এ সৃজিত সে কবিতার শিরোনামটি ব্যবহৃত হয়েছে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যাতিরেকেই, স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাওয়া কবি কিংবা তাঁর কবিতার সঙ্গে কোন সম্পর্করহিত ঐ নিবন্ধের শিরোনাম হিসেবে। আরও বিস্ময়ের যে ওই নিবন্ধের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে প্রকাশিত পাঠকের চিঠিপত্রেও নিবন্ধের বক্তব্যসম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হলেও প্রয়াত কবির বিশেষ কবিতার শিরোনাম-অনুকরণে নিবন্ধের নামকরণের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন জাগেনি।যাথেকে অনুমান করা যায় তাঁরা হয়তো কবিতাটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন অথবা ব্যাপারটি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।

এখানে স্মর্তব্য, লণ্ডন সোসাইটি ফর পোয়েট্রি দ্বারা ১৯৭৩ এ ‘দ্য বেস্ট পোয়েম অব এশিয়া’ সম্মানে ভুষিত হয় ২২ বছরের যে তরুন কবির কবিতা, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই দাউদ হায়দারকেই ‘বিতর্কিত’ কবিতা ‘কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়’ লেখার ‘অপরাধে’ প্রায় একবস্ত্রে বিতাড়িত হতে হয়েছিল তাঁর আজন্মের স্বদেশভুমি বাংলাদেশ থেকে। ওই কবিতায় ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়া হয়েছে এই অজুহাত তুলে বাংলাদেশের উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও জঙ্গি প্রতিবাদে নামলে পরিণামে নাস্তিক কবির প্রথমে কারাবাস তারপর প্রাণ বাঁচাতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রায় এক বস্ত্রে কাঁধের ব্যাগে খানকতক বই ও টুকিটাকি সামগ্রী নিয়ে কোলকাতাগামী ফ্লাইটের ফাঁকা বিমানে দেশত্যাগ। তাঁর নিজের কথায় ত আমার কোন উপায় ছিল না। মৌলবাদীরা আমাকে মেরেই ফেলত। সরকারও হয়ত আমার মৃত্যু কামনা করছিলদ। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম নির্বাসিত লেখক যিনি অনেক অভিমান বুকে নিয়ে আমৃত্যু অর্ধশতকের বেশিকাল নির্বাসিতের জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছেন-সেই দুঃসময়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাসের সহায়তা ও সক্রিয়তায় (যদিও দাউদের ওই কবিতার একই পংক্তিতে যীশুরও উল্লেখ ছিল)জার্মানীতে তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয় অনুমোদন পেলে, এ শহরে প্রথমে প্রয়াত গৌরকিশোর ঘোষ ও পরে অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে মোট তেরো বছরের আশ্রয়ের মায়া কাটিয়ে ১৯৮৭ জুলাইএর এক ভোরে তিনি বার্লিন পৌঁছন । সেইথেকেই তিনি জার্মানির বাসিন্দা - রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ ‘ভ্রমণপাশ’ নিয়ে ঘুরেছেন অনেক দেশ ।কিন্তু কোনদিন এক মুহূর্তের তরেও পা ফেলতে পারননি তাঁর প্রিয় জন্মভুমি বাংলাদেশে কিংবা জন্মস্থান পাবনায় । নির্বাসিত হয়ে স্বদেশে ফিরতে না পারার যন্ত্রণায় কুরে কুরে খাওয়া অসুস্থ ৭৩ বছরের দাউদ হায়দারের চিরমুক্তি হয়ে গেল অতিসম্প্রতি স্বদেশ থেকে বহুদূরে বার্লিনে।

দুর্ভাগ্য, এমন এক কবিরই বিখ্যাত ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ কবিতাটির শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে সাম্প্রতিক ঐ নিবন্ধে যা আসলে কবিতাটি এবং তার স্রষ্টার জীবনদর্শন ও যাপনশৈলীর সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ জগতের বাসিন্দা ও নিজের কৌমের সীমানার বাইরে বেরিয়ে সাদা চোখে মুক্তমনে বহির্বিশ্ব এমনকী নিকট প্রতিবেশিকে দেখতে অনীহ এক সঙ্কীর্ণ চিত্তের অনৃতভাষণ ব্যতীত কিছু নয়।সহজেই অনুমেয় সহানুভুতি আকর্ষণের কৌশলী প্রয়াসেই নিবন্ধের শিরোনামে চমক দিয়ে বিভ্রান্তি ঘটাতেই ব্যবহৃত হয়েছে কবির সেই বিখ্যাত কবিতার শিরোনামটি।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন-নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য।খএর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা-এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়। (কালান্তর)

প্রসঙ্গত অনেকদিন আগে শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীমও ‘নয়া ভারতের ভিত্তি’ গ্রন্থের নিবেদনে লিখেছিলেন , তহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দেশের অন্য বিষয়ে ক্ষতি করিলেও ,হিন্দুদের জাগরনের পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে ,তাহাদের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পথে প্রধান বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেদ।

কথাটা বোধকরি সমাজের প্রাগ্রসর পরিসরের মান্যজনদেরও জ্ঞাতার্থেও। একজন শিক্ষক তিনি যে ধর্মাবলম্বী হোন না কেন সমাজের শিক্ষিত অংশের প্রতিভু বলে ধরেই নেওয়া যায়। তিনি সর্বোতভাবে সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও আলোর পথযাত্রীরূপে সমাজের মুলস্রোতের অনুসারী হবেন এই তো স্বাভাবিক ।এ রকম একজনের ভাবনায় অনুভুতিতে কেন কিভাবে আসে-আমাদের (মুসলমানদের) নামটিই পরিচয়পত্রে, চাকরির ফর্মে ,বাড়িভাড়ার চুক্তিতে হাসপাতালের রিসেপশনে , বুকিং কাউন্টারে-সর্বত্র হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয় আবার প্রতিটি জঙ্গি হামলার পরে,দাঙ্গার পরে আমরা যারা জঙ্গি হানা কিংবা দাঙ্গায় মৃত্যু দেখে শোকে নুয়ে পড়ি,যারা শান্তির প্রার্থনায় হাত দু'খানি জড়ো করি তারাও অজানতে অপরাধী হয়ে পড়ি । খআমার শরীরে, আমার পরিচয়ে গেথে আছে একটি ব্যাজ, ‘মুসলমান’। তিনি এমনও লিখেছেন- ‘আজ ,ইদের দিন বাড়ি থেকে বেরোতেই ভয় করে। নমাজের পোশাকে দেখে যদি কেউ ভুল বোঝে’ কিংবা ঝন্টুরা প্রাণ দিয়েও নাকি ‘সে আলোর নাগাল পায় না-যে আলোয় আমাদের পরিচয় প্রশ্নবিদ্ধ হবেনা’।

নিবন্ধে এবিধ একাধিক বাক্যে বিশেষ একটি আখ্যান নির্মানের (অপ) প্রয়াস দেখে স্মরণে এলো রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটি- কেহ বলেন মিথ্যা বলো , মিথ্যা প্রচার করো , কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্যকথা বলো সত্যানুষ্ঠান করো।খ আমি বলিতেছি, সত্যকথা বলো , সত্যাচরণ করো,কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে’। ঘটনা প্রবাহে সঙ্গত কারণেই মনে হয় শহীদ বীর ঝন্টু শেখ কিংবা তাঁর দাদা ও পরিবার যে আলোর সন্ধান পেয়েছে ‘শিক্ষিত’ ঐ নিবন্ধকার সে আলো থেকে বঞ্চিত এবং তাঁর পঙ্গু মানসিকতা সে আলোর দিকে যেতে অনীহ।

প্রসঙ্গত এ ব্যাপারে অন্যরাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে সম্যক জ্ঞান না থাকলেও দীর্ঘ কর্মজীবনে এ রাজ্যে একাধিক জেলায় বিবিধ গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকার সুবাদে এই নিবন্ধকারেরও সুযোগ ও সৌভাগ্য যেমন হয়েছে ভিন্নধর্মাবলম্বী অনেক সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার, তেমনই বর্তমানেও ভিন্নধর্মাবলম্বী অনেক সাধারনের সংস্পর্শে আসারও।কিন্তু এমন কারও কাছ থেকে উক্ত নিবন্ধকার-কল্পিত আশংকার মতো কোন ঘটনা বা কারো অনুভূতি আজও অবধি শোনা কিংবা জানা যায়নি । বরং ব্যক্তিগত বিপ্রতীপ অভিজ্ঞতা বাদ দিলেও এ রাজ্যেরই কোন জেলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভিন্ন রূঢ় বাস্তবটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

তবে সমস্যা হলো নিজেদেরকে বঙ্গসংস্কৃতির স্বনিযুক্ত অভিভাবক ও দিশারী মনে করা এ বঙ্গের অনেকে-কোন বিশেষ সংবাদপত্রগোষ্ঠীও যারা নিজেদের ঘোষিত পলিসির থেকে ভিন্নমত সম্বলিত কোন পাঠকের চিঠি হতে না দেওয়াকে সংবাদপত্রের ‘স্বাধীনতা’ ভাবতে পছন্দ করেন, তারা অবশ্য মনে করেন আমি বা আমরা যা বলছি, প্রকাশ করছি বা যা দেখাচ্ছি তাই একমাত্র সঠিক সংবাদ, আমরা যা বলছি তাই একমাত্র সত্য, আমরাই ,হয়ত আপন স্বার্থেই, ঠিক করে দেব জনসাধারণ কোন ইস্যুতে সরকারকে সমর্থন করবে,কোনটিতে না ,আমরা যেভাবে যখন যার স্তাবকতায় যে ‘সত্য’পরিবেশন করব সেটিই ইতিহাস ।

তবুও ঐ নিবন্ধকারের ‘সত্যনিষ্ঠা’য় বিস্ময়ে হতবাক হয়েও প্রশ্ন জাগে তিনি কোন দেশের, কোন রাজ্যের কোন জেলার কথা বলছেন-মুর্শিদাবাদ হয়ত নয় যেখানে অতিসম্প্রতি সংসদে পাশ হওয়া একটি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানোর নামে সহিংসতা ও ভিন্নধর্মীদের দেবালয় এবং স্থানীয় সাংসদেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অন্তত একটি স্থানে দেবী প্রতিমা ভাঙ্গচুরের ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটেছে। এমনকি ওই নতুন আইনের বিরোধী একটি দলের সমর্থক/সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দু'টি নিরীহ মানুষের ভিন্নধর্মী (একজন নাকি আবার প্রতিমা গড়তেন-অস্যার্থে পেশাগতভাবে ‘পুতুল’ পুজোয় বিশ্বাসী) হওয়ার ‘অপরাধে’ই প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে নিধনেরও ঘটনা ঘটেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট দল বা ওই দলের পক্ষ থেকে দেখা করতে যাওয়া প্রতিনিধিদল পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করলেও কি ‘অপরাধে’ ওই দুজনের এভাবে প্রাণ গেল তা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে পারেননি-হয়ত ভোটবাক্সের কথা মনে রেখে বাধ্যতামূলক ‘সম্প্রীতির’ স্বার্থে-সে অনুমেয়! আর এবারে সরস্বতী পুজোয় অন্যান্য জেল্লাও কোথাও কোথাও কি ঘটেছে তা সকলেরই কম-বেশি জানা। না ,এসব ঘটনা বাংলাদেশের নয়- এ রাজ্যেরই। এরাজ্যের বা পড়শি দেশেও এবিধ দুষ্কর্ম ও জঘন্য অপরাধের ঘটনা দেখে বা শুনে ‘শোকে নুয়ে’ পড়েছিলেন আদৌ কতজন-বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের উত্তরসম্পাদকীয় কিংবা চিঠিপত্রের কলাম এ মনোযোগী অন্বেষনেও তা অজ্ঞাতই রইল।আর যিনি উত্তর সম্পাদকীয় লিখে সৌখীন বিলাপ করেন পরিচয় পত্রের দৌলতে ‘আমার শরীরে, পরিচয়ে গেথে আছে একটি ব্যাজ’-জাতিসত্তার, তিনি বা তাঁর মতো অনেকেই প্রয়োজনে সামাজিক সুবিধা আদায়ের জন্য সেই জাতিসত্তাকেই ঢাল করেন-তাঁদের নির্বাচিত বিধায়ক যেমন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন-‘আমার জাতিসত্তা আগে, দল পরে’। তখনও কিন্তু এসব কণ্ঠ পড়শি দেশের বা মুর্শিদাবাদের ঘটনার পরে যেমন হয়ে থাকে, সচেতনভাবে চোখ কান বুজে থাকেন। প্রশ্ন জাগে- কেন এই দ্বিচারিতা ‘শিক্ষিত’ সম্প্রদায়ের একাংশের ।

সাধারণভাবে বলা যায় দু'পাশে দুই ধর্মান্ধ পড়শির মাঝে অবস্থিত হলেও এদেশে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বোঝাপড়া আছে,মাঝে মধ্যে ঘটা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা(যেগুলিও একতরফা নয়) মেনে নিলেও।কিন্তু ওই নিবন্ধকারের বক্তব্য থেকে বিভ্রম হতেই পারে যে এদেশে বা রাজ্যে বিশেষ ধর্মের মানুষমাত্রেই ধর্মবিদ্বেষের শিকার-তারা নির্ভয়ে ধর্মাচরণ করতে পারেন না, যা সত্যের অপলাপ মাত্র। পবিত্র ইদের দিন আমরা রাজ্যের শহর-গ্রামের মসজিদগুলির সামনে রাস্তায় এমনকী রেড রোডের মত মহানগরের রাজপথে নতুন পোশাকে নামাজ পড়তে,বাইরে বেরোনো হর্ষোৎফুল্ল আবালবৃদ্ধবনিতাকে দেখে থাকি। তাঁদের কারো ভয় বা নমাজের পোশাকে বাইরে বেরোতে কোন অসুবিধা বা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে শোনা যায়নি ।

প্রসঙ্গত বঙ্গদেশের মুসলমানেরা মোগল-পাঠান বংশোদ্ভুত নয়,তারা হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত-এও ঐতিহাসিক সত্য।এবং তাঁরা বাঙ্গালী বলে দাবিও করেন। স্বাভাবিকভাবে এ বঙ্গে ইদের নামাজেও বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকাটা অনেকের দুর্লভ প্রত্যাশা। এতদসত্ত্বেও আমাদের রাজ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকেও ইদ উপলক্ষে রেড রোডের নামাজে হিজাব পরিহিতা হয়ে প্রদত্ত ভাষণে বাংলা ভাষাকে সচেতনভাবে পরিত্যাগ করতে হয়, উপস্থিত বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের মন রাখতে। কিন্তু এরপরও ‘ইদের দিন বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় লাগে’ কাদের তা বোঝা গেল না! তবে এমন আখ্যান শুনে স্বগতোক্তি হতেই পারে- সত্য সেলুকাস!এমন ভিকটিম কার্ডও খেলতে হল!

প্রসঙ্গত ছয় ও সাতের দশকে এই নিবন্ধকারের কৈশোর এবং প্রথম যৌবন এর দীর্ঘ অধ্যায় কেটেছিল এই কলকাতার এক মিশ্র অধিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়।সেই জীবনপ্রবাহে স্থানীয় স্কুলে ছাত্র হিসেবে এবং পরবর্তীতে কলেজজীবনেও, এক সঙ্গে সকলের শিক্ষালাভকালে ধর্মীয় কারনে কখনো অসুবিধা হয়নি নিজেদের মধ্যে কোন পার্থক্যও অনুভবে আসত না। স্কুলে একসঙ্গে সরস্বতী পূজো ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন ও উপভোগের সাথে বিজয়া ও ইদ উপলক্ষ্যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য বিনিময়ের সেই সহজ স্বাভাবিকতায় সহাবস্থানে তখন না ছিল ভনিতা বা আরোপিত আন্তরিকতা কিংবা দেখনদারি ‘সম্প্রীতি’র মনোভাব। সে আবহে বঙ্গসংস্কৃতি চর্চার পরিসরও নেহাত ক্ষুদ্র ছিল না। জানি ইতিমধ্যে পার হয়ে যাওয়া অর্ধ শতকেরও বেশি কালে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল।ইদানীং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা একমুখী এমন একটি অসত্য অবাস্তব আখ্যান নির্মাণ ও আগ্রাসী প্রচারে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের অর্থটাই গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নব্যদস্তুরে।

উল্লেখ্য, প্রায় পচাঁনব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ‘কালান্তর’ গ্রন্থে ‘হিন্দু মুসলমান’ প্রবন্ধে বলেছিলেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য- ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয় বিরুদ্ধতা আছে একথা মানতেই হবে। এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল।

হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দু'ই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি সত্ত্বেও কোন হাঙ্গামা বাধে নি। কিন্তু এক সময়ে যে কারনেই হোক,ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে।

রবীন্দ্রনাথ উল্লেখিত সেই ‘একসময়’ কখন কিভাবে এল এবং তাতে কার কি ভূমিকা ছিল সে বিচার বিশ্লেষন কিংবা ‘পরস্পরকে ঠেকানো ও খোঁচানো‘র সেই প্রয়াসের চরম পরিণতিতেই কি দেশভাগ করতে হয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে এবং তারই স্বাভাবিক প্রভাবজনিত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরুপতা সময়ের সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে না পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পরেও আরও ব্যাপ্ত ও নব-বিদ্বেষ বিষে জারিত ও পোক্ত হয়েছে সে বিচার পর্বান্তরে হতে পারে ।

সর্বোপরি যে কথাটা বলার তা হল প্রতিবাদী নাস্তিক কবি দাউদ হায়দারের মত মানুষরা এ বঙ্গেও বর্তমান আবহে ও বাঙ্গালিয়ানার নব্য দস্তুরে কিঞ্চিৎ প্রান্তকায়িত হয়ে থাকবেন এ অনুমান করা যায়, কিন্তু তাই বলে তাঁর বিশেষ কবিতার শিরোনামটি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপমনস্ক একটি নিবন্ধ এই মহানগরীর এক প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে প্রকাশের ঘটনার অসংবেদনশীলতা প্রয়াত কবিকে অবমাননা তো বটেই সেই সঙ্গে সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিক সমাজের পক্ষেও বেদনার এবং লজ্জার ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উপনির্বাচনে নজর কমিশনের, আজ রাজ্যে ১৪ কোম্পানি বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালীগঞ্জ: আগামী ১৯ জুন নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। তার আগে ভোটে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে আজ রাজ্যে এসে পৌঁছবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ১৪ কোম্পানি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে মোট ২০ কোম্পানি বাহিনী চাওয়া হলেও আপাতত পাঠানো হয়েছে ১৪ কোম্পানি।

এই ১৪ কোম্পানির মধ্যে ১২ কোম্পানি মোতায়েন থাকবে ভোটের দিন বুথগুলির নিরাপত্তায়। বাকি ২ কোম্পানি থাকবে স্ট্রংরুমের পাহারার দায়িত্বে। সূত্র অনুযায়ী, রাজ্যে পৌঁছনোর পর কেন্দ্রীয় বাহিনী সরাসরি রওনা দেবে কালীগঞ্জের উদ্দেশে। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুধু ভোটের দিন নয়; ভোটের আগেই এলাকায় টহলদারি চালিয়ে 'এরিয়া ডমিনেশন'-এর কাজ শুরু করবে বাহিনী, যাতে সাধারণ ভোটাররা বিনা ভয়ভীতিতে বুথে গিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কমিশন জানিয়েছে, আগামী বুধবার থেকেই এই টহলদারি কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এছাড়াও, এই উপনির্বাচনে প্রথমবারের মতো বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর জানিয়েছে, কালীগঞ্জের প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে ক্যামেরা বসানো হবে। ভিতরে যেমন ওয়েবকাস্টিং হবে, তেমনই বাইরে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে ক্যামেরার নজরে রাখা যাবে বাহিনীর গতিবিধিও। উল্লেখ্য, ১৯ জুন ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর ২৩ জুন হবে গণনা।

গোরু পাচার রুখলেন স্থানীয় যুবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের সাহেব গঞ্জ ও গির্জা পাড়ার কাছে একটা পিকআপ ভ্যানে করে গোরু পাচার হচ্ছিল, স্থানীয় কয়েকজন যুবক হাতেনাতে সেই গাড়িটি আটকে রুখে দিলেন গোরু পাচার। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ রানিগঞ্জের সাহেবগঞ্জের কাছে।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিক কুমার মণ্ডল জানান, যেখানে হেলমেট না পড়লে বাইক আরোহীকে এক হাজার টাকায় জরিমানা করা হয় সেখানে দাঁড়িয়ে একটা পিকআপ ভ্যানে করে গরু পাচার হচ্ছে অথচ সেই গাড়ির নেই কোনও বৈধ কাগজপত্র। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে কী ভাবে এ কাজ হচ্ছে প্রশ্ন। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'যখনই আমরা খবর পাই গোরু পাচার হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিকআপ ভ্যানটি আটকায় এবং পুলিশকে খবর দিই।'

গাড়ির মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা অবস্থায় রয়েছে গোরুগুলি। গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসা করা হয় কোথা থেকে এবং কী জন্য গোরুগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়ির কোনও বৈধ কাগজপত্র তার কাছে ছিল না বলে অভিযোগ। তিনি বলেন, পুলিশের কাছে অনুরোধ গোরুগুলিকে গোশালায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। যদি গোরুগুলিকে গোশালায় পৌঁছে দেওয়া না হয় এবং বাড়ির মালিক ও এই গোরু পাচারের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুলিশ এবং গোরুগুলিকে তাদের মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় তা হলে রানিগঞ্জ থানার সামনে ধরনার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ট্রেনের সমস্যায় ঝাড়গ্রামে বাড়ছে সরকারি বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ঝাড়গ্রাম-হাওড়া লাইনে ট্রেনের সময়সূচি ও ট্রেন চলাচলের কোনও ঠিক না থাকায় হু হু করে বাড়ছে সরকারি বাস। যাত্রীদের জন্য ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতা যাওয়ার আরও কয়েকটি নতুন সরকারি বাস চালু করেছে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা।

বিশেষ করে সপ্তাহের শনিবার হাওড়া থেকে ডাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এবং ইস্পাত এক্সপ্রেস ট্রেন দু'টি বাতিল করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের সুবিধার জন্য ঝাড়গ্রাম থেকে ভোর ৪টে ২০ মিনিটে একটি নতুন বাস ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। পাশাপাশি ধর্মতলা থেকে ঝাড়গ্রামের উদ্দেশ্যে একটি বাস ছাড়বে, সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। শনিবার থেকে এই নতুন সরকারি বাস দু'টি চালু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম থেকে ভোর ৫টায় যে সরকারি বাসটি ধর্মতলা যায় তাতে সমস্ত যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অগ্রিম বুকিং হয়ে যাচ্ছে সমস্ত টিকিট। ফলে যাত্রীদের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এজন্য ভোর ৪টে ২০ মিনিটে আর একটি বাস চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কলকাতায় যাওয়া যাত্রীদের জন্য ঝাড়গ্রাম থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি নন স্টপ সরকারি বাস চালানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে দিঘা বেড়াতে যাওয়ার জন্য ঝাড়গ্রাম থেকে সরাসরি ঝাড়গ্রাম-দিঘা সরকারি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টাটা-খড়গপুর এবং খড়গপুর-হাওড়া বিভাগে ট্রেন চলাচলে নানা রকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় সরকারি বাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন যাত্রীরা। তিন বছর আগেও ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতা যাওয়ার সরকারি বাস তেমন দেখা যেত না। কিন্তু ট্রেনের সময়সূচী নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন যাত্রীরা। প্রতিটি ট্রেন প্রায় দু তিন ঘন্টা দেরিতে চলছে। যখন তখন বাতিলও করা হচ্ছে। এভাবে ট্রেন চলাচলে সমস্যা বাড়তে থাকায় যাত্রীরা সরকারি বাসের দিকে ঝুঁকছেন। এখন ঝাড়গ্রাম থেকে প্রায় ২০টি বাস কলকাতায় যাতায়াত করে। তার মধ্যে রয়েছে বাতানুকূল বাস। বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে হাওড়া থেকে স্টিল এক্সপ্রেস ছেড়ে আসার পর কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামে ফেরার ট্রেন বলতে অধিক রাতের রাঁচি এক্সপ্রেস। এইসব যাত্রীদের সুবিধার্থে ধর্মতলা থেকে ৬টা ২০ মিনিটে ঝাড়গ্রামের উদ্দেশ্যে একটি সরকারি বাস ছেড়ে আসছে বলে ঝাড়গ্রাম ডিপোর ইনচার্জ উত্তম চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

দেড় হাজার রক্তদাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে ১২০র পল্লি লোকনাথ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে প্রসাদ বিতরণ ও পূজাপাঠ অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বিপুল সংখ্যায় রক্তদান করে নজির গড়লেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার শ্রমিক নেতা তথা বনগাঁ পুরসভার পুরপিতা নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মেটাতে রক্তদান শিবিরে দেড় হাজারের বেশি রক্তদাতা রক্তদান করলেন। পাশাপাশি বনগাঁ ডক্টর জেআরধর মহকুমা হাসপাতালে সুপারের হাতে ২০টি ফ্যান তুলে দেয়া হল চাইল্ড ওয়ার্ডের জন্য। নারায়ণ ঘোষ ছাড়াও মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, নদিয়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, নদিয়া সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি সনৎ চক্রবর্তী, গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান শংকর দত্ত ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। এদিন অতিথি সহ রক্তদাতাদের হাতে লোকনাথ বাবার মূর্তি তুলে দেওয়া হয়।

আশাকর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের খণ্ডঘোষ ব্লকের পক্ষ থেকে ১৬ দফা দাবি জানিয়ে খণ্ডঘোষ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন দিল মঙ্গলবার। এদিন খণ্ডঘোষ ব্লকে কর্মরত শতাধিক আশাকর্মীরা পাঠানপাড়া মোড় থেকে মিছিল করে খণ্ডঘোষ হাসপাতালের সামনে এসে তাঁদের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ আশা ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমাতারা খাতুন জানান, দপ্তর বহির্ভূত বা স্বাস্থ্য বহির্ভূত কোনও কাজ আশাকর্মীদেরকে দিয়ে করানো চলবে না, এছাড়াও আশাকর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, প্রত্যেক আশাকর্মীকে ন্যূনতম ১৫০০০ টাকা মাসিক ভাতা দিতে হবে, কর্মরত অবস্থায় কোনও আশাকর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার সাহায্য দিতে হবে, কর্মক্ষেত্রে আশাকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত দাবি যদি মেনে নেওয়া না হয় আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন আশাকর্মীরা।

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মালিকের হাতে অত্যাচারিত এক বালক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ভিনরাজ্যে সিটি গোল্ডের কাজ করতে গিয়ে কারখানার মালিকের হাতে এক বালক অত্যাচারিত হয় বলে অভিযোগ। তাকে খেতে দেওয়া ভাত নষ্ট করায়, দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাপক মারধর করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ওই বালককে মারধরের জেরে ঠিকমতন হাঁটার ক্ষমতাই হারিয়েছে সে, অত্যাচার এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছয় যে, গলায় ঘা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে তার। অবশেষে বালকের অবস্থা বেগতিক বুঝে এক যুবকের মাধ্যমে তাকে হাওড়া পাঠিয়ে দেয় তার মালিক। ঘটনার পর পুরো বিষয়টি নিয়ে কালনা থানায় অভিযোগ জানিয়েছে ওই বালকের পরিবার।

জানা গিয়েছে, কালনা থানার অন্তর্গত উপলতি এলাকার বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী গণেশ দুর্লভ। বছর দুয়েক আগে পারিবারিক অর্থনৈতিক অনটনের কারণে রাজকোটে, শিকারপুরের এক বাসিন্দার মাধ্যমে সিটি গোল্ডের কাজ করতে যায় গণেশ দুর্লভ নামের ওই বালক। অভিযোগ, ছেলের মতো রাখা হবে, কাজ শেখানো হবে, এই সব বলে তাকে নিয়ে গিয়ে, সেখানে অত্যাচার শুরু করে দেয় ওই বালকের ওপর তার মালিক। এমনকি বাড়িতে ঠিকমতো কথাও বলতে দিত না। এরপরই গত পরশুদিন এক যুবকের সাহায্যে হাওড়া পৌঁছয় সে, তাকে হাওড়া থেকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে আসেন তার পরিবারের লোকেরা।

মঙ্গলবার ওই বালকের মা পূর্ণিমা দুর্লভ ও বাবা বিশ্বনাথ দুর্লভ জানান, 'অর্থনৈতিক অনটনের কারণে ছেলেকে কাজে পাঠিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এমন অত্যাচারিত হবে ভাবতে পারিনি। ঘটনায় থানায় বিষয়টি জানিয়েছি। তাকে চিকিৎসার জন্য কালনা হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয় মঙ্গলবার দুপুরে।'

ধৃত বাংলাদেশি যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই ঘটনায় বর্ধমান শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর নাগাদ এই যুবক বর্ধমানের তেলিপুকুর এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। এলাকাবাসীর তাঁকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সফিকুল সর্দার নামের ওই যুবককে আটক করে নিয়ে যায় তারা। থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে স্বীকার করার পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশের ওই যুবক সফিকুল সর্দার ২০০১ সালে যশোর থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর দিদির বাড়ি শক্তিগর এলাকায় এবং সেখানে তিনি আশ্রয় নেন। দীর্ঘ আট বছর একটি হোটেলে কাজও করেন। স্বভাবতই সেই সময় বাম নেতা তাঁর রেশন কার্ড, প্যান কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দেন বলে দাবি করেছেন। যদিও ওই বাম নেতা এখন মৃত। বর্তমানে সফিকুল দিদির বাড়ি থাকতেন এবং পেশায় তিনি এখন লরিচালক।

কুমরুল্ল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ঠিকানা: গ্রাম - কুমরুল্ল, পোঃ- কুমরুল্ল, জেলা- হুগলী

নিবন্ধন সংখ্যা : (Registration No.)- 30. H. G., তারিখ: ২১/১১/১৯৫৫

॥ পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ॥

কুমরুল্ল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে, **আগামী ইং- ১১/০৭/২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) সকাল ১১ টার সময় সমিতির বিশেষ সাধারন সভার দিনে, সমিতির প্রাঙ্গনে আগামী পরিচালন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।** উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরন ও নির্বাচনী নিঘন্ট কোনো সদস্য/ভোটারপ্রার্থী জানতে চাইলে তাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে।

স্বা:/- **চঞ্চল রায়,**
সহকারি রিটার্নিং অফিসার,
কুমরুল্ল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
এবং,
সমবায় পরিদর্শক, ধনিয়াখালি ডেভেলপমেন্ট ব্লক, হুগলী

তারিখ:০২/০৬/২০২৫

পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি. নং.- ৭৪ এইচ.জি., তারিখ- ১৫.০৫.১৯৬১

আয়মাপাহাড়পুর, তারকেশ্বর, হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলি জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৮, তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক উক্ত সমবায়ের আসন্ন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন আগামী ১৩.০৭.২০২৫ রবিবার এক বিশেষ সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হবে। ওই পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে আহ্বান করা হচ্ছে।

বিমল কুমার মাইতি
সম্পাদক
পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	০৯.০৬.২০২৫ হইতে ১০.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর থানা সমবায় কৃষি বিপনন সমিতি লিঃ (মুখ্য কার্যালয়, তারকেশ্বর, হুগলী)
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	০৯.০৬.২০২৫ হইতে ১০.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর থানা সমবায় কৃষি বিপনন সমিতি লিঃ (মুখ্য কার্যালয়, তারকেশ্বর, হুগলী)
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	১২.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	তারকেশ্বর থানা সমবায় কৃষি বিপনন সমিতি লিঃ (মুখ্য কার্যালয়, তারকেশ্বর, হুগলী)
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	১২.০৬.২০২৫	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পর	১. তারকেশ্বর থানা সমবায় কৃষি বিপনন সমিতি লিঃ (মুখ্য কার্যালয়, তারকেশ্বর, হুগলী) ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	১৩.০৬.২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর থানা সমবায় কৃষি বিপনন সমিতি লিঃ (মুখ্য কার্যালয়, তারকেশ্বর, হুগলী)
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	১৩.০৬.২০২৫	বিকেল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর থানা সমবায় কৃষি বিপনন সমিতি লিঃ (মুখ্য কার্যালয়, তারকেশ্বর, হুগলী) ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	১৩.০৭.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	আয়মাপাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় আয়মাপাহাড়পুর, তারকেশ্বর, হুগলী
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	১৩.০৭.২০২৫	ভোট শেষের পর	আয়মাপাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় আয়মাপাহাড়পুর, তারকেশ্বর, হুগলী

WBCS Act এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।

পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়)
মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২(দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

তারিখ - ০৪.০৬.২০২৫

মৌসুমী চক্রবর্ত্তী
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
পিয়াসাড়া স্টেশনপট্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

তাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং. ১৮, তারিখ- ২০.০৩.১৯৫৩

গ্রাম-মহিষামুড়ী, পোঃ-নওপাড়া, হাওড়া-৭১১৪০১

খসড়া ও চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
(পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য)

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ ০৪.০৬.২০২৫-সমিতির নোটিস বোর্ড, সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন থাকলে প্রমানাদি সহ জমা দেওয়ার তারিখ-০৬.০৬.২০২৫ থেকে ২২.০৬.২০২৫ সমিতির অফিসগৃহ, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা, শুনানির তারিখ- ২৩.০৬.২০২৫-সমিতির অফিসগৃহ, বেলা ১টা থেকে ৩টা এআরও উপস্থিতিতে। চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ ২৪.০৬.২০২৫। সমিতির নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত হবে শুনানির অন্তে।

ARO
তাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

যুনিয়ন বৈঁক অফ ইন্ডিয়া | Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা, ৩, মিডলটন রো, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : legal.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি, তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫

আবেদনকারী : মেসার্স অনুষ্কা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রশান্ত হালদার, ঠিকানা : বন্দীপুর, মহাদেবেরহাট, পো. বন্দীপুর, থানা : খড়দা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৮, পশ্চিমবঙ্গ

আরও ঠিকানা : শপ নং ২, ১ম তল, শান্তি নিকেতন বিল্ডিং, প্রেমিসেস নং ২১/১০, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ওয়ার্ড নং ১০ অধীন, খড়দা পুরসভা, থানা - খড়দা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৮

স্বত্বাধিকারী মেসার্স অনুষ্কা এন্টারপ্রাইজ, শ্রী প্রশান্ত হালদার, পিতা কীর্তিবাস হালদার, বন্দীপুর, মহাদেবেরহাট, পো. বন্দীপুর, থানা : খড়দা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৮, পশ্চিমবঙ্গ

আরও ঠিকানা : শপ নং ২, ১ম তল, শান্তি নিকেতন বিল্ডিং, প্রেমিসেস নং ২১/১০, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ওয়ার্ড নং ১০ অধীন, খড়দা পুরসভা, থানা - খড়দা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৮

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয়- ২০০২ সালের সিকিউরিটিাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীনে শ্রী প্রশান্ত হালদার, পিতা কীর্তিবাস হালদাল (লোন এ/সি - মেসার্স অনুষ্কা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রশান্ত হালদার) -এর মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয় ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সোদপুর শাখা (৫৫৪৩৮৩), সুরক্ষিত পাওনাদার, ০৯.০২.২০২৪ তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **১৩.০৫.২০২৪** তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি, এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ গুদাম একতলায় (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) নং ১ পরিমাণ কমবেশি ২৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সিমেন্টের মেঝে জি-৪ তলা ভবনে নাম শান্তি নিকেতল, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির এবং তদস্থিত জমিতে নির্মিত সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৮ কাঠা ৭ ছটাক ১২ বর্গফুট জি-৪ তলা বহুতল ভবনে অবস্থিত মৌজা : রহড়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ৬১, তৌজি নং ১৮৪-১৯০,আরএস দাগ নং ৯৮১,আরএস খতিয়ান নং ৩১০, এলআর দাগ নং ২৫০৩, এলআর খতিয়ান নং ১০২, ২৪২, ৭০৮, ৮৭৪, ১০৫৬, ১১৬৯, ১২১১, ২০৯৯, ২৪৯৯ এবং ২৭২১, খড়দহ পুরসভা ওয়ার্ড নং ১০ অধীন, হোল্ডিং নং ২১/১০ পুরানো ক্যালকাটা রোড,এডিএসআরও-সোদপুর, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,সম্পত্তি শ্রী প্রশান্ত হালদার,পিতা কীর্তিবাস হালদারের নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : অনিল বিশ্বাস বেং অন্যান্যর ভবন ; দক্ষিণে : ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং পুকুর ;পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক এবং প্রয়াত তপন মুখার্জির ভবন; পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক এবং পঙ্কজ মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন।

তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুনিয়ন বৈঁক অফ ইন্ডিয়া | Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা, ৩, মিডলটন রো, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : legal.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি, তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫

আবেদনকারী : শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত সনৎ কুমার ঘোষ, ৪, শ্রীমা রোড, পো. রবীন্দ্রনগর, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫

আরও ঠিকানা : ৪ (পুরনো ২) ফ্ল্যাট ৫, ৩য় তল, শ্রীমা রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ।

এবং আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২/এ, মৌজা - গোরুই, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ১৪৯, বিবেকানন্দ পল্লী, থানা - দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, কলকাতা - ৭০০০৬৫, এডিএসআর কাশীপুর, দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয়- ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীনে শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত সনৎ কুমার ঘোষ -এর মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয় ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বেলঘরিয়া শাখা (৫৭৫৩২১), ৪৮, ফিডার রোড, আদর্শপল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬, সুরক্ষিত পাওনাদার, ০২.০৮.২০২৪ তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২১.১২.২০২৪** তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি, এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২/এ, উত্তর দিকে তিনতলায়, পরিমাণ কার্পেট এরিয়া ৮৬৫ বর্গফুট (সমানুপাতিক অংশ সিঁড়ি এভং লিফট এবং ২৫ শতাংশ পরিষেবা এলাকা) কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি (মার্বেল মেঝে লিফট সুবিধা সহ) উক্ত ভবনে হোল্ডিং নং ১৪৯, বিবেকানন্দ পল্লি,থানা : দমদম,কলকাতা : ৭০০০৬৫,এডিএসআরও কাশীপুর, দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়ার্ড নং ২ এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ অধিকার এবং স্বার্থ সমন্বিত সকলের ব্যবহারের স্থানের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপার্টমেন্ট আইন ১৯৭২ অনুযায়ী বাস্তু জমি পরিমাণ ৫ কাঠা ১ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা : গৌরী, জেএল নং ১৬, আর এস নং ২৪, তৌজি নং ১৭২, সিএস খতিয়ান নং ১৪৫, খণ্ড খতিয়ান নং ১২১, কা খা গা হাল খতিয়ান নং ৬২০, এলআর খতিয়ান নং ১২২, ৭০২, ১৩৫৬, ১৪০২, আরএস দাগ নং ৪ এবং ৪/৩৩৭, এলআর দাগ নং ৮২, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, হোল্ডিং নং ১৪৯, বিবেকাননদ পল্লি, থানা : দমদম, কলকাতা : ৭০০০৬৫, এডিএসআর কাশীপুর, দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ, এবং সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার সমন্বিত, সম্পত্তি শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত সনৎ কুমার ঘোষ এর নামে। চৌহদি (সমুদয় সম্পত্তির) : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে: গোপাল বৈদ্য এবং চিত্ত রঞ্জন বিশ্বাস; পূর্বে : মনোরঞ্জন ঘোষ; পশ্চিমে : নির্মল মজুমদার।

তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুনিয়ন বৈঁক অফ ইন্ডিয়া | Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা, ৩, মিডলটন রো, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : legal.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি, তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫

আবেদনকারী : মেসার্স লাইফ লাইন অ্যাপ্লায়েন্সেস, স্বত্বাধিকারী - সঙ্গীতা চক্রবর্তী (প্রয়াত) ১৪০/৪, জেমস লঙ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৮

আরও : ৪০এ, জেমস লঙ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ

জামিনদাতা : শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, পিতা কিশোর চন্দ্র দাস, জেমস লঙ সরণি, দাসপাড়া, ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা, মিলনি সংঘ ক্লাবের নিকট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ

আরও : ডব্লিউবিটিপি, হাওড়া ডিপো, ১/১, ডিউক রোড, হাওড়া -৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ

জামিনদাতা : শ্রী তপব্রত চক্রবর্তী, পিতা প্রয়াত ফণি চক্রবর্তী, ৪০এ, জেমস লঙ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ

আরও : এল-৩৬/২, এস এস টাউনশিপ, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১, পশ্চিমবঙ্গ

প্রয়াত ঋণগ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে : সংগীতা চক্রবর্তী (প্রয়াত) সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ ১৪০/৪, জেমস লঙ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ

আরও : ৪০এ, জেমস লঙ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয়- ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীনে শ্রী তপব্রত চক্রবর্তী এবং সংগীতা চক্রবর্তী (প্রয়াত) -এর মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয় ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আমতলা শাখা, নিবারণ দত্ত মেন রোড, থানা - বিষ্ণুপুর দক্ষিণ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭১১৩১৫, সুরক্ষিত পাওনাদার, **২৪.০৮.২০২৩** তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২০.০১.২০২৪** তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি, এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ২ ছটাক অর্থাৎ ৬.১৩ কাঠা এরিয়া জমি , পরগনা : মাগুরা, তৌজি নং ৩, ৪ এবং ৫, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬,মৌজা : সরসুনা, আরএস খতিয়ান নং ৪৫২,দাগ নং ৬৪৬, আশুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো : আশুতি, থানা : মহেশতলা,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪১, এডিএসআর -বেহালা, ডিএসআর আলিপুর, সম্পত্তি শ্রী তপব্রত চক্রবর্তী এবং সঙ্গীতা চক্রবর্তী (প্রয়াত) নামে।(দলিল নং ১-৬৩৫৩ -২০১০ সালের অনুযায়ী)।চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট এবং ১২ ফুট চওড়া সাধাহণ সড়ক এবং অংশ দাগ নং ৬৪৬; দক্ষিণে : হরি দাস এর সম্পত্তি; পূর্বে : কাঞ্চন নস্কর এবং কার্তিক সরদারের সম্পত্তি; পশ্চিমে : অংশ দাগ নং ৬৪৬।

তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুনিয়ন বৈঁক অফ ইন্ডিয়া | Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা, ৩, মিডলটন রো, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : legal.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি, তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫

আবেদনকারী : শ্রী তুষার দাস, পিতা স্বপন দাস

সহ-আবেদনকারী : শ্রীমতী দুর্গা দাস, স্বামী তুষার দাস

উভয়ের ঠিকানা : ১১/১৪, লাহা কলোনি, নগেন্দ্র নাথ রোড, পোস্ট অফিস এবং থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ।

আরও : ফ্ল্যাট নং ১বি, রয়্যাল রেসিডেন্সি ২, ২য় তল, মৌজা - অর্জুনপুর, ওয়ার্ড নং ১৪, ওয়ার্ড নং ৮, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা - বাগুইআটি (নতুন), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৫৯।

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয়- ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীনে শ্রী তুষার দাস, পিতা স্বপন দাস-এর মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয় ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দক্ষিণ দমদম শাখা (৮২২১৬৭), সুরক্ষিত পাওনাদার, **২১.১১.২০২৪** তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **১৩.০৩.২০২৫** তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি, এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১-বি, দোতলায় প্রথম তপশিল উল্লিখিত মতে বহুতল ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং প্রথম তপশিলে উল্লিকিত মতে পরিমাণ ৫৫০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ১ কিচেন, ১ বাথ তথা প্রিভি এবং ১ ব্যালকনি, মেঝের ধরন টাইলস, অন্যান্য সুবিধা লিফট সুবিধা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এবং উক্ত প্রেমিসেসের, এবং সকলের ব্যবহারের সমুদয় সুবিধা উক্ত ভবনের পরিচিত রয়েল রেসিডেন্সি-২। নির্মিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি, শ্রেণিভুক্ত -বাস্তু, পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : অর্জুনপুর, জেএল নং ৭, আরএস ১৬০, পরগনা : কলিকাতা,আরএস দাগ নং ৫১১, এলআর দাগ নং ৬৮২, আরএস খতিয়ান নং ৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ৩২৩৯ এবং ৩২৪০,স্থানীয় ওয়ার্ড নং ১৪ রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা , বর্তমানে ওয়ার্ড নং ৮, বিধাননগর পুর সভা অধীন, হোল্ডিং নং আরজিএম/এম/৪২, ২০০৫-২০০৬, নিউ ২৩৬, স্থানীয় অর্জুনপুর উত্তর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার ,পূর্বতন বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি) বর্তমানে রাজারহাট, থানা : রাজারহাট(পুরানো) বাগুইআটি(নতুন), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৫৯। স্বত্বাধিকারী : শ্রী তুষার দাস, পিতা স্বপন দাস । চৌহদ্দি : উত্তরে : কার্তিক হাজরার সম্পত্তি, ; দক্ষিণে : পঁচিশ ফুট চওড়া সড়ক ; পূর্বে : প্রতিমা দেব এবং স্বপন দাসের সম্পত্তি; পশ্চিমে : খালি জমি।

তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুনিয়ন বৈঁক অফ ইন্ডিয়া | Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা, ৩, মিডলটন রো, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : legal.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি, তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫

আবেদনকারী : প্রয়াত অনন্যা সাহার এস্টেট, প্রতিনিধিত্বকারী : প্রয়াত ঋণগ্রহীতার স্বামী-শ্রীমতী অনন্যা সাহা (প্রয়াত)

শ্রী অভিষেক দত্ত, পিতা শ্রী সুজিত দত্ত, ২৪৫/৩, এম বি রোড, বিরাটি কনকলতা আবাসন, ফ্ল্যাট নং এ, বিরাটি মিনি বাস স্ট্যান্ড, উত্তর দমদম (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৫১।

এবং আরও : শ্রী অভিষেক দত্ত, পিতা শ্রী সুজিত দত্ত, ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, ''বীনাপানি অ্যাপার্টমেন্ট'', মৌজা - গৌরীপুর, ওয়ার্ড নং ১৭, শরৎ বোস রোড, উত্তর দমদম পুরসভা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পো- রাজবাড়ি, থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৮১।

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয়- ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীনে প্রয়াত অনন্যা সাহা, স্বামী শ্রী অভিষেক দত্ত-র মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয় ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিমতা বাজার শাখা (৮২৫০৫১), সুরক্ষিত পাওনাদার, **০১.০৮.২০২৪** তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **১৯.১২.২০২৪** তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি, এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

সম্পত্তির তপশিল

অংশ ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ২ ছটাক ২৩ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ২১০০ বর্গফুট (একতাল ১২০০ বর্গফুট এবং দোতলায় ৯০০ বর্গফুট) কমবেশি অবস্থিত মৌজা : গৌরীপুর, থানা : এয়ারপোর্ট, দাগ নং ৭১৩(অংশ), ই পি নং ৩৬, এসপি নং ৩৬, জেএল নং ৬১,আরএস দাগ নং ৭১৩ এলআর খতিয়ান নং ১৭৮৮, স্থানীয় উত্তর দমদম পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৫(৬৭), শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ই পি নং ৩৫ এবং ২৪; দক্ষিণে : ২৯ ফুট চওড়া শরৎ বোস রোড; পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া কলোনি রোড; পশ্চিমে : ই পি নং ২৩।

অংশ -২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৫ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা: গৌরীপুর, থানা : এয়ারপোর্ট, দাগ নং ৭১৩ (অংশ) ই পি নং ৩৬এ, এসপি নং ৩৬/১, এলআর নং ৭১৩, এলআর খতিয়ান নং ২৩৮৭, জেএল নং ৬, স্থানীয় উত্তর দমদম পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৬(৬৮) , শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস বিধান নগর সল্ট লেক সিটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভোগ দখলের যাবতীয় অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি :** উত্তরে ইপি নং ৩৫ এবং ২৪; দক্ষিণ : ইপি নং ২৩; পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া কলোনি রোড; পশ্চিমে : ইপি নং ২৩।

সম্পত্তির সংযুক্ত তপশিল : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ২৩৫ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিতমৌজা : গৌরীপুর, থানা : এয়ারপোর্ট , দাগ নং ৭১৩ (অংশ) ইপি নং ৩৬, এসপি নং ৩৬, জেএল নং ৬, এল আর দাগ নং ৭১৩,এলআর খতিয়ান নং ১৭৮৮, ২৩৮৭ এবং আরএস দাগ নং ৭১৩(অংশ), ইপি নং ৩৬(এ), এসপি নং ৩৬/১, হোল্ডিং নং ৮৫(৬৭), শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, স্থানীয় দমদম পুরসভা অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর সল্ট লেক সিটি জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি : উত্তরে : ইপি নং ৩৬/এ,(স্মৃতি দে); দক্ষিণে : ২৯ ফুট চওড়া শরৎ বোস রোড; পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া কলোনি রোড ; পশ্চিমে : ইপি নং ২৩ (প্রবোধ মিত্র); ফ্ল্যাটের বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪এ, পঞ্চমতলে, দক্ষিণ পূর্ব উত্তর দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৪ বর্গ ফুট কমবেশি, ৩ বেড রুম, এক ডাইনিং কিচেন সহ, ২ টয়লেট, এবং ১ ব্যালকনি উক্ত ভবনে বীণাপানি অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, হোল্ডিং নং ৮৫(৬৭), শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, কলকাতা : ৭০০০৮১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যথাযথ ভাগ অংশ, **জমি অনন্যা সাহার নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : লট এ, শের মহ এর ভবন, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সাম্প্রতিক হিংসায় ধুলিয়ানের সব স্কুলেই বাহিনী

গরমের ছুটি শেষে বিদ্যালয়ে এসেও ফিরল সব ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: গরমের ছুটি শেষে রাজ্যজুড়ে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোমবার পঠনপাঠন শুরু হলেও ব্যতিক্রম রইল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান। সাম্প্রতিক সময়ে হিংসার জেরে ধুলিয়ান পুর এলাকার সমস্ত স্কুলে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ধুলিয়ান পুরসভা এলাকার সমস্ত স্কুলের ক্লাসরুম থেকে অফিস রুম সর্বত্রই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দখলে রয়েছে। ফলে সোমবার স্কুল এসেও ঘুরেও যেতে হল হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে। বন্ধ ক্লাস। শিক্ষকরাও কোনও রকমে কিছুক্ষণের জন্য অফিসে এসে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হলেন।

৩১ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ধুলিয়ানে। স্বাভাবিক কারণেই কবে পঠনপাঠন চালু হবে তার কোন নিশ্চয়তা এখনও মেলেনি। সামশেরগঞ্জের কৃষ্ণকুমার সন্তোষ কুমার স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়, বানিচাঁদ আগরওয়ালা বালিকা বিদ্যালয়, দিঘরি হাইস্কুল এবং ধুলিয়ান হাইমাদ্রাসায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পাশাপাশি কাঞ্চনতলা জেডি জে ইনস্টিটিউশনে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী।

প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকারা জানাচ্ছেন, গত মার্চ মাসে শেষ স্কুল হয়েছে। তারপর ইদের ছুটি হয়ে যায়। কিন্তু তারপর এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ধুলিয়ানের হিংসার পর স্কুল স্থায়ী ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ৩০ এপ্রিল থেকে অফিসিয়ালি গরমের ছুটি পড়লেও, ২ জুন গরমের ছুটি শেষ হয়ে ক্লাস চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ধুলিয়ান পুর এলাকার কোনও হাইস্কুলেই হয়নি ক্লাস। যদিও কাঞ্চনতলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তৃতীয় তলার কয়েকটি ফাঁকা রুমে ক্লাস করার চেষ্টা করেন শিক্ষকরা।

কিন্তু প্রধান শিক্ষকের দাবি, 'একেবারে দুর্বিষহ ভরে গিয়েছে স্কুল চত্বর। পরিবেশ অনুকূল নয়। স্টাফ শৌচালয় থেকে শুরু করে কোনও কিছুই আমরা ব্যবহার করতে পারছি না।' কেকেএসকে স্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কবির জানান, 'আমাদের শুধু স্কুল নয়, স্টাফ রুমও ব্যবহার করছেন জওয়ানরা। ফলে শিক্ষকরা কোথায় বসবেন তারও পর্যাপ্ত জায়গা নেই। শুধু খালি রয়েছে প্রধান শিক্ষকের রুম।' এভাবে চলা কোনও মতেই সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী দত্ত জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে ক্লাস সম্ভব নয়। অফিস রুম ছাড়া কোনও ঘরই ফাঁকা নেই। এদিকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কোনও কিছুই সুষ্ঠু ভাবে করা যাচ্ছে না বলেই স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে কমপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া যাবে। না হলে পিছিয়ে যাবে তারা। ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে আদৌ কবে নাগাদ ক্লাস শুরু করা হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা।

কিশোরীর নলিকাটা অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: চাষের জমি থেকে উদ্ধার হল কিশোরীর গলার নলি কাটা অর্ধনগ্ন দেহ। রানিনগরের এলাকায় স্থানীয় চাষিরা খেতে গিয়ে ওই কিশোরীর দেহ দেখতে পান। রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে মৃত কিশোরীর নাম শারমিন খাতুন(১৬)। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জের দোগাছি ন'পাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিষাস্থলী গ্রামে। স্থানীয় লস্করপুর বালিয়াঘাটি হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়তে।

পরিবারের লোক জানিয়েছে, 'সোমবার স্কুল যাচ্ছি বলে আর ফেরেনি। রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিশ মেলেনি।' পরিবারের অভিযোগ, ধর্ষণ করেই খুন করা হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরই ধর্ষণের বিষয়ে জানা যাবে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে রঘুনাথগঞ্জের রানিনগরের এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল সামশেরগঞ্জের মহিষাস্থলী গ্রামের শারমিন খাতুন। সোমবার বাড়ি থেকে স্কুল যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছিল সে। তারপর থেকেই আর খোঁজ মিলছিল না ওই কিশোরীর। সোমবার রাতে সামশেরগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়ে নিখোঁজ ডাইরি করেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার সকালেই রঘুনাথগঞ্জের রানিনগরের একটি চাষের জমি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় শারমিনের। রক্তাক্ত এবং গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। খুনের তদন্ত শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

পরিবারের অভিযোগের আঙুল ওই যুবকের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, শারমিনকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। রানিনগরের ওই যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব শেখ বলেন, 'আমাদের অনুমান ধর্ষণ করেই কিশোরীকে খুন করা হয়েছে।'

স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে কৃষক ধরনা বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কৃষক স্বার্থবিরোধী নয়া কৃষিনীতির বিরুদ্ধে, স্মার্ট প্রিপেড মিটার বাতিল, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ২০২২ প্রত্যাহার, কৃষিতে বিনা পয়সার বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবি সহ ১২ দফা দাবিতে কৃষক ধরনা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির। মূলত বিদ্যুতের বিল নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় স্মার্ট মিটারের প্রতি ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের। সোমবার বর্ধমানের আলিশা আদিবাসী গ্রামে যে টেঁকাওয়া মানুষের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো হয়। এছাড়াও বর্ধমান শহরে বিভিন্ন এলাকায় স্মার্ট মিটার বসানোকে কেন্দ্র করে রীতিমতো সাধারণ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। স্মার্ট প্রিপেড মিটার বসানো রুখতে পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি অল ইন্ডিয়া কিষান ও খেত মজদুর সংগঠন জেলাশাসকের উদ্দেশে শহর বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপস্থিতে স্মার্ট প্রিপেড মিটার এর বিরুদ্ধে ধরনায় বসেন। দীর্ঘক্ষণ ধরনা চলার পর এদিন জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা।

জলনিকাশি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জলনিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জমে থাকছে জল। বর্ষা নামলেই এটাই ছবি এলাকার। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহু দরবার করা হলেও প্রশাসন থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনী রামজীবনপুর এলাকার ছবি এটাই।

জানা গিয়েছে, মুলাহাটি এলাকায় প্রায় ১০০ মিটার কংক্রিটের রাস্তায় জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় জল জমে আছে রাস্তার ওপর। প্রায় মাসখানেক ধরে এলাকাবাসীরা রাস্তার ওপরে জমে থাকা জলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছেন। রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে থাকায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ছেন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে ত্রিমোহিনী হাটের নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী, টোটোচালক, মোটর বাইক, সাইকেল আরোহী সকলেই। এমতাবস্থায় স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দেন।

উল্লেখ্য, এই রাস্তার ওপর দিয়ে রামজীবনপুর মানিকো, বাঙালিপুর মাতাইশ, চিঙ্গিসপুর সহ আশপাশের প্রায় দশটি গ্রামের জনগণ ত্রিমোহিনী, হিলি, বালুরঘাটে যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তায় জল জমে থাকার কারণে বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীদের বর্ষা নামলেই এই দুর্ভোগের সীমা আরও বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বৃদ্ধ পায়া দুর্ঘটনার ঝুঁকি। এ বিষয়ে এলাকার বাসিন্দা নিত্যানন্দ প্রামাণিক জানান, 'এই রাস্তাটি ত্রিমোহিনীর সঙ্গে মূল সংযোগকারী রাস্তা। রাস্তায় জল জমে থাকার কারণে যাতায়াতের ক্ষেত্রে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সঠিক জলনিকাশি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যাতে এই সমস্যায় দ্রুত সমাধান করা হয় সে জন্যই আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' এ বিষয়ে হিলি ব্লকের অন্তর্গত ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিথিকা ঘোষ জানান, 'দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। এই ড্রেনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। পঞ্চদশতম অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থ থেকে ড্রেন নির্মাণ করা হবে।'

অমিত শাহ ও মোদীজিকে খুব ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী: অগ্নিমিত্রা পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুব ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'অমিত শাহজির আর মোদিজিকে খুব ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী। তাই আট মাস ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে যখন বলা হয়েছে সীমান্তে ফেনসিংয়ের জন্য জমি দিন, তিনি শোনেননি। একমাস আগে যখন এই রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানিদের গ্রেপ্তার করো, ওদের ফেরত পাঠাও; তখনও সে ভাবে এই রাজ্যে কোনও অভিযান হয়নি।' অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, এই ইস্যুতে বহুদিন ধরে কেন্দ্র থেকে চাপ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের তরফে কার্যত কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। তাঁর কথায়, 'আমরা এখানে কোনও গতি দেখিনি। কিন্তু যেই দিন অমিত শাহজি এলেন, সেই রাতেই যেই দিন তিনি এলেন, পরদিন সকাল থেকেই অভিযান শুরু হল। কেন? এতদিন ধরে আমরা বলে আসছি; সীমান্তে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার জুড়ে কোনও বেড়া নেই, খোলা অবস্থায় আছে। যেখান দিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা এই দেশে আসছেন। ওরা জানে না? ওরা সব জানে।'

এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কটাক্ষ ছুড়ে অগ্নিমিত্রার মন্তব্য, 'অমিত শাহজির ভয়েই শেষমেশ কিছুটা জমি দেওয়া শুরু করেছে ওরা। এটা আমাদের সৌভাগ্য।' বিজেপি নেত্রীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, সীমান্ত নিরাপত্তা ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফর এবং তার পরবর্তী প্রশাসনের সক্রিয়তা; এসবই প্রমাণ করে মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন বলেই দাবি করেন অগ্নিমিত্রা পাল।

ঠিকাদার ব্যবসায়ী খুনে ভাড়াটে খুনিদের ব্যবহার, অনুমান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ঠিকাদার ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ভাড়াটে খুনিদের ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে, এমনটাই অনুমান পুলিশের। ইতিমধ্যে মৃত ঠিকাদারের পরিবার পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, সাদ্দামকে ব্যবসার দেড় কোটি টাকার কোনও হিসাব দিচ্ছিল না তাঁর কাকিমা মৌমিতা হাসান। এনিয়েই বেশ কিছুদিন ধরে গোলমাল চলছিল ওদের মধ্যে। এরপর পরিকল্পনা করে নিজের কাকিমা তাঁর স্বামীর সঙ্গে যুক্তি করে ভাইপো সাদ্দামকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে মেরে ফেলেছে। রীতিমতো পরিকল্পনা করে সাদ্দামকে তাঁর কাকিমা মৌমিতা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন এলাকার বাবার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে নির্মীয়মান একটি ঘরে সাদ্দামের হাত-পা বেঁধে গলা কেটে খুন করার পর দেওয়ালের একটি কুঠুরিতে ঢুকিয়ে সিমেন্ট, বালু দিয়ে ওপরে প্লাস্টার করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরো ঘটনায় মৌমিতা একা নয়, আরও বেশ কিছু মাথা যুক্ত রয়েছে বলে অনুমান পুলিশের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুন করে যারা অভ্যস্ত এমন ব্যক্তিদের নিয়োগও করা হতে পারে সাদ্দামকে হত্যা করার ঘটনায়। ইতিমধ্যেই পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত তাঁর কাকিমা মৌমিতা হাসানকে গ্রেপ্তার করেছে। মৌমিতার স্বামীর রহমান নাদাপ, তিনি পেশায় সরকারি স্কুল শিক্ষক। তাঁর জড়িত থাকার বিষয়টিও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। যদিও ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন রহমান। পুলিশ জানিয়েছে, এই খুনের ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে মালদার ইংরেজবাজার ও দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ১৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর মালদার পুখুরিয়ার কোকলামারি নাদাব পাড়ার বাসিন্দা শ্রমিক ঠিকাদার সাদ্দাম হোসেনের সোমবার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন এলাকা থেকে উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃতের কাকিমা মৌমিতা হাসানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তুমি তাঁর বাবার বাড়ি তপন এলাকার থেকেই সাদ্দামের দেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃতের স্ত্রী নাসরিন খাতুন জানিয়েছেন, 'তাঁর শ্বশুর বাড়ি পুখুরিয়াতে হলেও কর্মসূত্রে তাঁর স্বামী ইংরেজবাজার শহরের কৃষ্ণপল্লী বাবুজি কলোনি এলাকায় কাকি শাশুড়ির বাসা ভাড়া নিয়ে কাজ করতেন। জমি, জায়গা বিক্রি এবং শ্রমিক সরবরাহের মোটা টাকার সম্পূর্ণটাই কাকি শাশুড়ির কাছেই থাকতো। কিছুদিন ধরে দেড় কোটি টাকার কোনও হিসাব দিচ্ছিল না কাকি শাশুড়ি। একথা স্বামী সাদ্দাম আমাকে জানিয়েছিলেন। গত ১৮ মে অফিস বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময়। কৃষ্ণপল্লি থেকেই রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যান স্বামী। সেই সময় তাঁর কাছে জমি বিক্রি ২৫ লক্ষ টাকা ছিল। এরপরই এই খুনের বিষয়টি জানতে পারি। রীতিমতো মোটা টাকা হাতানোর জন্যই স্বামীকে এভাবেই খুন করা হয়েছে।'

মঙ্গলবার মৃতের এক দাদা মিঠুন নাদাপ জানিয়েছেন, পরিবারে তাঁরা চার ভাই, বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন। প্রত্যেকেই বিবাহিত। সবমিলিয়ে কুড়িজনের সংসার। সম্পূর্ণটাই খরচ বহন করত সেজো ভাই সাদ্দাম। কিন্তু তাঁর কাকিমার সঙ্গে সাদ্দামের কোনও পরকীয়া সম্পর্ক ছিল না। শুধুমাত্র টাকা হাতানোর জন্যই সাদ্দামকে এরকম পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। কয়েক কোটি টাকার ওপরে ব্যবসার কারবার ছিল সাদ্দামের। সম্পূর্ণ টাকার দেখভাল করতেন কাকিমা মৌমিতা। একসঙ্গে এত টাকার লোভ সামলাতে পারেননি। যার ফলেই দেড় কোটি টাকার হিসাব দিতে না পেরে এভাবে খুন করা হয়েছে সাদ্দামকে। যেদিন ভাই সাদ্দাম নিখোঁজ হন, সেদিন ওঁর কাছে ২৫ লক্ষ টাকা ছিল। তারও কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পিছনে ভাড়াটে খুনি ব্যবহার করা হয়েছে। কাকা-কাকিমা প্রত্যেকে জড়িত রয়েছে। আমরা চাই দ্রুত সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হোক।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, সাদ্দাম নাদাম নামক ঠিকাদার খুনের ঘটনায় তার কাকিমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ওই মহিলা খুনের কথা স্বীকার করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে এক বা একাধিক দুষ্কৃতী জড়িত থাকতে পারে তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ড পুলিশের মেসেজ পেয়েই দুই অপহৃত ব্যবসায়ী উদ্ধার, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বড়সড় সাফল্য পেল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছ থেকে মেসেজ আসে দুই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ঝাড়খণ্ড থেকে পুরুলিয়া জেলার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু এই খবরটুকুর ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সুস্থ অবস্থায় দুই অপহৃতকে উদ্ধার করল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। ধরা পড়ল চার অপহরণকারী। ধৃত চার জনকে মঙ্গলবার জেলা আদালতে তোলা হলে তাদের দশ দিনের পুলিশি হেপাজত হয়। ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হল অপহরণে ব্যবহৃত একটি গাড়ি ছাড়াও তিনটি বাইক।

সোমবার মূল অভিযানটি চলে অযোধ্যাপাহাড়ের একটি জঙ্গল এলাকায়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলা লাগোয়া লোহারডাগা থেকে অপহৃত হন কমল গোপ এবং একই ভাবে গুমলা এলাকা থেকে নন্দগোপাল রায় নামে আরও একজন অপহৃত হন। ঝাড়খণ্ড পুলিশ পুরুলিয়া জেলা পুলিশকে এই তথ্য শুধু দেয় যে রাঁচি জেলা থেকে বেঙ্গল বর্ডার পার করে পুরুলিয়ার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অপহৃতদের। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে ঝালদা থানা ছাড়াও কোটশিলা এবং বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ জেলার পদস্থ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে টিম তৈরি করে শুরু করে অভিযান। বিভিন্ন সূত্র থেকে খোঁজ নিয়ে পুলিশ বুঝতে পারে অপহরণকারীরা অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গল এলাকায় রয়েছে। পুরো একটা অংশকে ঘিরে ধরে শুরু হয় অভিযান। পুলিশ দ্রুত খোঁজ খবর করে জানতে পারে পাহাড়ের বুড়দা এলাকায় রয়েছে অপহরণকারীরা। গোটা এলাকার নাকা পয়েন্টগুলিকে ঘিরে দেওয়া হয়। ঠিক ওই জায়গাটিকে একেবারে সঠিক ভাবে লোকেট করতে একটি ছোট এবং অতি দক্ষ পুলিশের দলকে পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট জায়গাটি বোঝার পর অন্ধকার নামতেই হঠাৎ শুরু হয় অপারেশন। পুলিশ অভিযান শুরু করে দুই অপহৃতকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। দু'জন অপহরণকারীকে ধরা হয়। বাকিরা পালিয়ে গেলেও, জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে আরও দুজনকে ধরে ফেলা হয়।

গঙ্গায় ডুবতে বসা কিশোর রক্ষা সিভিক ও স্থানীয়র তৎপরতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গঙ্গায় স্নান করতে নেমে ডুবতে বসা এক কিশোরকে রক্ষা করলেন নদীর ধারে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার পার্থ বিশ্বাস ও স্থানীয় যুবক মহম্মদ সামি। মগরা থানার বাঁশবেড়িয়া মিল ফাঁড়ি এলাকার শিবপুর রাজারঘাটে দুপুরে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর ১টা নাগাদ বাঁশবেড়িয়া শিবপুর রাজারঘাটে কয়েকজন ছেলে গঙ্গায় স্নান করতে নামে। এরই মধ্যে ছিল অভয় সাউ নামে ১৫ বছরের এক কিশোর। আচমকাই জলের তোড়ে ভেসে যেতে থাকে সে। সে সময় গঙ্গার ঘাটে ডিউটিতে ছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার পার্থ বিশ্বাস। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে স্থানীয়দের সতর্ক করেন এবং জলে নেমে পড়েন। এদিকে পার্থকে নামতে দেখে এগিয়ে আসেন মহম্মদ সামি নামে এক যুবক। সামিই এগিয়ে গিয়ে অভয়কে তুলে আনেন।

পানীয় জলের দাবিতে দরবার তৃণমূল কর্মীদেরই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: এলাকায় পানীয় জলের সংকট মেটাতে মঙ্গলবার বিভিন্ন দফতরে দরবার করতে ছুটলো পঞ্চায়েত স্তরের তৃণমূল কর্মীরা। প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় চিঠি চাপাটি নিয়ে একবার স্থানীয় পিএইচই দপ্তরে পরে ব্লকে আবার পিএইচইর কন্ট্রোল রুমে ছুটতে হল তাদের। অন্তত এমনটাই ছবি দেখা গেল হাওড়ার বাগনান এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বাগনান দুই ব্লকের হাল্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর হাল্যান, আয়মা এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট বহুদিনের। জলের হাহাকার ও বলা চলে। কোথাও কোথাও সরু সুতোর মতো জল পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের ওপর ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। বিষয়টি আঁচ করে হাল্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সৈয়দ মোতিবুর রহমান মাঠে নামেন। তৃণমূল কর্মী কামরুজ্জামান, আনারুল, নাসিরুদ্দিনদের নিয়ে পানীয় জলের সুষ্ঠু বণ্টনের দাবি নিয়ে হাজির হন স্থানীয় পিএইচই দপ্তরে। সেখানে অভিযোগ জানানোর পর বাগনান দুই ব্লকে এবং সেখান থেকে খাদিনানে পিএইচই দপ্তরে ছুটলেন। যাকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল জমানায় পানীয় জল পেতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদেরই দরবার করতে হচ্ছে।

যদিও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কিছু পরিবার পানীয় জলের পাইপে মোটর বসিয়ে অতিরিক্ত জল তুলছে এবং অপচয় করছে। এমনকি গত বিধানসভায় সিপিএম প্রার্থী বসির আহমেদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা রয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেছেন বাগনান দুই পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সমরেন্দু সামন্ত। তিনি জানান, 'বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। আমরা অভিযান চালিয়ে পানীয় জল সমবণ্টনের সুব্যবস্থা করব।' তবে একশ্রেণির মানুষ জলের অপচয় করবে আবার কেউ জল পাবে না, এই বিষয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত প্রতিবেশী প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ইতিমধ্যেই চণ্ডীতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতার পরিবার। তারপরই অ্যাকশন নেয় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক প্রতিবেশী প্রৌঢ়কে। তাঁর বিরুদ্ধেই এই অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। ১২ বছরের নাবালিকাকে লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে সামনে আসে ঘটনা। এ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা হুগলির চণ্ডীতলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন থেকেই ১২ বছরের ওই নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে যৌন নির্যাতন করছিলেন ওই প্রৌঢ়। এরইমধ্যে কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু সেখানে ডাক্তারের কথা শুনে চোখ কপালে উঠে যায় তাঁদের। ডাক্তার জানান, ওই নাবালিকা বর্তমানে ৯ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। এরপরই পরিবারের সদস্যদের কাছে সবটা খুলে বলে ওই নাবালিকা। মেয়ের মুখে সবটা শুনে আর পুলিশে অভিযোগ জানাতে কালবিলম্ব করেননি নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ পেতেই অভিযুক্ত প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় কিছু সময়ের মধ্যে।

অফিসারের সার্ভিস রিভলভারে মাথায় গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: নাকা চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা এক অফিসারের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক পুলিশ কনস্টেবল। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার ১০ মাইল এলাকায় নাকা চেকিংয়ের আউটপোস্টে ডিউটি পরিবর্তনের সময় নাকা চেকিং এর দায়িত্বে থাকা এক অফিসারের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে কনেস্টবল নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রাথমিক ভাবে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। রাতেই বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে এসে পৌঁছয় বনগাঁ জেলা পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই কনেস্টবলের নাম বিভাষ ঘোষ। তিনি গোপালনগর থানার SAP ২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কনস্টেবল। দীর্ঘদিন ধরে নার্ভের ওষুধ খাচ্ছিলেন। নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কেন কী কারণে গুলি চালিয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

ব্যক্তি চুক্তির দ্বারা বিক্রয়

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি : sbi.14817@sbi.co.in মোবাইল নং : ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৫) এবং (৬), রুল ৬ তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে
সারফেসি আইন/রুলস সংস্থান অধীনে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সাধারণকে অংশগ্রহণের আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত নোটিশ ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.sbi.co.in দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যক্তি চুক্তির দ্বারা বিক্রয়ের তারিখ - ২৯.০৭.২০২৫

ঋণগ্রহীতার নাম এবং বকেয়া	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (নিম্নে যে সম্পত্তি বিক্রি হবে না)*
মেসার্স সিদ্দেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস, অংশীদার : ১) শ্রী শ্যামল দাস প্রযত্নে প্রয়াত শক্তিপদ দাস, **২) শ্রী অমলেন্দুদাস,** প্রযত্নে প্রয়াত শক্তিপদ দাস, **জামিনদাতা : ১) শ্রীমতি সোমা দা, ২) শ্রী স্বরাজ সামন্ত, সকলের ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো : শাঁকতিয়া উত্তরপাড়া,থানা : রায়না, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৪০৮। **এবং বকেয়া পরিমাণ ৩,৫০,১৩,৯১৯.০০ টাকা ২৩.০৪.২০১৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক ইত্যাদি সহ।	১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রাইস মিল জমি পরিমাণ ৬৫.০০ ডেসিমেল, মৌজা : শাঁকতিয়া, জেএল নং ৯০, খতিয়ান নং৮৬৪, ৭০০ এবং ৭০১, এলআর প্লট নং ৬৪৭, শ্রেণি-রাইস মিল, **জমি শ্রী শ্যামল দাস এবং শ্রী অমলেন্দু দাস এর নামে অংশীদারগণ -সিদ্দেশ্বরী ফুট প্রোডাক্ট, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩৩৩৩ তাং ১৩.১২.২০০৫,** তদস্থিত নির্মাণ সিদ্দেশ্বরী ফুট প্রোডাক্ট (রাইস মিল) , গ্রাম : শাঁকতিয়া (উত্তরপাড়া), পো : শাঁকতিয়া, থানা : রায়না,জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন :৭১৩৪০৮, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** পূর্বে : বিমল কুমার গুপ্তার জমি, পশ্চিমে : অজিত কুমার সামন্তর জমি, উত্তরে : অনুপ কুমার সামন্তর জমি,দক্ষিণে : হারু মল্লিকের জমি।	৪২.৪৫ লাখ টাকা
	২) প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সিদ্দেশ্বরী ফুড প্রোডাক্ট এর জমিতে সংস্থাপিত, গ্রাম : শাঁকতিয়া (উত্তরপাড়া), পো : শাঁকতিয়া, থানা : রায়না, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪০৮, পশ্চিমবঙ্গ। **দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত।** *সমুদয় জামিনদত্ত সম্পত্তি ১ এবং ২ একই সঙ্গে বিক্রি করা হবে।	১৩.২৯ লাখ টাকা
	মোট	৫৫.৭৪ লাখ টাকা

তারিখ - ০৩.০৬.২০২৫ স্থান - বর্ধমান — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেইল : head.arbkolkata@kvbmail.com, samirghosh@kvbmail.com

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি মেগা ই-অকশনের তারিখ ১৫.০৭.২০২৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫.০৭.২০২৫ তারিখে** দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. বকেয়া আদায় করা হবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে।

খড়গপুর শাখা - **ক্রম নং ১. ১) মেসার্স বসু মেডিকেল হল (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বা প্রসেনজিৎ দাস, ওয়ার্ড নং ১৪, ৬৭২/৪৭০, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, খাসজঙ্গল খড়গপুর ৭২১৩০৪ **২) শ্রী বাসুদেব দাস (জামিনদাতা)** ওয়ার্ড নং ১৪, ৬৭২/৪৭০, মালঞ্চ রোড, খড়গপুর, খাসজঙ্গল খড়গপুর ৭২১৩০৪ **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী - ২৫,৪৭,০৯৪.৬৭ (পঁচিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার চুরানব্বই টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) টাকা** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং পুরসভা খড়গপুর, থানা খড়গপুর (টাউন) মৌজা নং - ০১, দেওয়ানমারো জেএল নং ৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৭/১, আরএস প্লট নং ১২৩, এলআর প্লট নং ৪৭৭, জমির এরিয়া - ১ ডেসিমেল এবং তৎসহ একতলা পাকা ভবনের ১/২ অংশ (অর্থাৎ ২০০ বর্গফুট) শৌচালয় এবং সিঁড়ি সহ। সম্পত্তি শ্রী বাসুদেব দাস-এর নামে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১৬,৭৫,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১,৬৭,৫০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

বাগনান শাখা - **ক্রম নং ২) ১. মেসার্স গড়াই ফার্নিচার (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বা - শ্রী প্রসেনজিৎ গড়াই, ১, সুজাতা সিনেমা কমপ্লেক্স, এনএইচ-৬, বাগনান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩০৩ এবং আরও প্রসেনজিৎ গড়াই, পিতা প্রদীপ কুমার গড়াই, ৯০, খাদিনান অভিরামপুর, হাওড়া, বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩ **২) শ্রী প্রদীপ গড়াই (জামিনদাতা)** ওটি রোড, খাদিনান, বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩ **মোট বকেয়া : ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী - ৩৮,৩৫, ৮৮৫.৪৪ টাকা (আটত্রিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশ পঁচাশি টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) টাকা** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪৭৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত ৩য় তলে ভবনের ব্লক নং এ, পরিচিত কালিন্দি বাটিকা নির্মিত এবং/বা অবস্থিত জমি প্লট নং ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৩, ১৪১, ১৪২, ১৪৩ এবং ১৪৪ জেএল নং ২৩, মৌজা - কালীদহ, সাতগাছি, থানা - লেকটাউন, উত্তর ২৪ পরগনা এবং অবিভক্ত জমি যথাযথ ভাগ অংশ বা স্বার্থ উক্ত ভবনের ব্লক এ উক্ত কমপ্লেক্সের। ফ্ল্যাট অবস্থিত শ্রী প্রদীপ গড়াইয়ের নামে।

সংরক্ষিত মূল্য : ৫৯,২১,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ৫,৯২,১০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

গড়িয়া শাখা **ক্রম নং ৩.১) শ্রীমতি সুমন কেডিয়া,** প্রয়াত রাজীব কেডিয়া, স্বত্বাধিকারী মেসার্স বিনালকো ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স (ঋণগ্রহীতা)-এর আইনি উত্তরাধিকারী এবং স্ত্রী, ২৯/৩বি/৪এফ, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, সিদ্ধি সদন অ্যাপার্ট, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১০৩, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **২) শ্রী রাঘব কেডিয়া** প্রয়াত রাজীব কেডিয়া, স্বত্বাধিকারী মেসার্স বিনালকো ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স (ঋণগ্রহীতা), ২৯/৩বি/৪এফ, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, সিদ্ধি সদন অ্যাপার্ট, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১০৩, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭-এর আইনি উত্তরাধিকারী এবং পুত্র **৩) শ্রীমতি সুমন কেডিয়া** প্রয়াত রাজীব কেডিয়া, স্বত্বাধিকারী মেসার্স বিনালকো ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স (ঋণগ্রহীতা) এবং মাতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবিকা কৃশ কেডিয়ার (নাবালক পুত্র প্রয়াত রাজীব কেডিয়ার), ২৯/৩বি/৪এফ, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, সিদ্ধি সদন অ্যাপার্ট, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১০৩, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **৪) শ্রীমতি রীতা দেবী কেডিয়া,** স্বামী শ্রী কৃষ্ণ কুমার কেডিয়া, প্রয়াত রাজীব কেডিয়া, স্বত্বাধিকারী মেসার্স বিনালকো ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স (ঋণগ্রহীতা), সংশ্লিষ্ট সংস্থার জামিন অধীনে ঋণ, ২৯/৩বি/৪এফ, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, সিদ্ধি সদন অ্যাপার্ট, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১০৩, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭-এর উত্তরাধিকারী এবং মাতা **৫) শ্রী কৃষ্ণ কুমার কেডিয়া (জামিনদাতা),** ২৯/৩বি/৪এফ, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, সিদ্ধি সদন অ্যাপার্ট, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১০৩, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭। **মোট বকেয়া : ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী ৭১,৩২,৭৮৩.৮৩ টাকা (একাত্তর লাখ বত্রিশ হাজার সাতশ তিরাশি টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৩, ২য় তলে পরিমাণ ১২৪৮.৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি-৪ তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন নাম 'সিদ্ধি সদন' নির্মাণ সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত পরিমাণ ৯ কাঠা ৫ ছটাক ১৭ বর্গফুট, প্রেমিসেস নং ২৯/৩বি, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, ওয়ার্ড নং ৮২, পো : আলিপুর, থানা : চেতলা, কলকাতা : ৭০০০২৭। উক্ত ফ্ল্যাট এর যৌথ স্বত্বাধিকারী শ্রী কৃষ্ণকুমার কেডিয়া এবং শ্রীমতি রীতা দেবী কেডিয়া।

সংরক্ষিত মূল্য : ৯৪,৩৩,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ৯,৪৩,৩০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

ক্রম নং ৪.১) মেসার্স শ্রীমন্ত ঠাকুর (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম - ডোবরানা, পো-চিনচুরিয়া, থানা জামুরিয়া, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭৮, **২. শ্রীমতী সবিতা ঠাকুর (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রীমন্ত ঠাকুর, সাকিন - ১৬৪, গ্রাম - ডোবরানা, পো-চিনচুরিয়া, থানা জামুরিয়া, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭৮ **মোট বকেয়া : ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী - ৯৪,০৭,২৮৩.৬০ টাকা (চুরানব্বই লাখ সাত হাজার দুশো তিরাশি টাকা এবং ষাট পয়সা) টাকা** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক সম্পত্তির পরিমাম আনুমানিক এরিয়া ৩১.৭৮ ডেসিমেল অবস্থিত এলআর প্লট নং ১০০৮ এলআর খতিয়ান নং ১২১১, জেএল নং ৭২, মৌজা - ডোবরানা, গ্রাম কেন্দা, রানিগঞ্জ, সিউড়ি রোড, হীরাপুর, পো চিনচুরিয়া, থানা - জামুরিয়া, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩৭৮ ডোবরানা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী শ্রীমন্ত ঠাকুর।

সংরক্ষিত মূল্য : ১,০০,০০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১০,০০,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

পরিসম্পদ পরিদর্শন	০৫/০৬/২০২৫ থেকে ১৪/০৭/২০২৫, সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ০৫:০০টা
অনলাইনে দরপত্র ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়	তারিখ: ১৪/০৭/২০২৫ সময়: বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	ই-অকশন পোর্টাল https://bankauctions.in এর মাধ্যমে ১৫/০৭/২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ থেকে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে প্রতিটি ১০ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধির সঙ্গে নিলাম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম (আরটিজিএস/এনইএফটি দ্বারা ইএমডি)	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩, আইএফএসসি কোড : KVBL0001101. অ্যাকাউন্টের নাম : সারফেইসি-র বিড কালেকশন অ্যাকাউন্ট ই-নিলাম প্রসিডস : অ্যাকাউন্টের নাম
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	সকল সম্পত্তির জন্য-এআর কলকাতা : শ্রী সমীর ঘোষ মোবাইল : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২ ইমেল : samirghosh@kvbmail.com ক্রম নং ১ সম্পত্তির জন্য, শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ মোবাইল : ৯০৮০৯৭৭৭৪২ ইমেল : sanjayprasad@kvbmail.com ক্রম নং ২ সম্পত্তির জন্য, শ্রী বিপ্লব গুপ্তা মোবাইল : ৮৩৩৬৯৭২৮৫৮ ইমেল : viplavgupta@kvbmail.com ক্রম নং ৩ সম্পত্তির জন্য, শ্রী ধনঞ্জয় গিরি মোবাইল : ৮৩৩৬৯৭২৮৫১ ইমেল : dhananjaygiri@kvbmail.com ক্রম নং ৪ সম্পত্তির জন্য, শ্রী বিশ্বজিৎ কুণ্ডু মোবাইল : ৬৩৮২৩৭৪০৭৬ ইমেল : bishwajeetkundu@kvbmail.com সকল সম্পত্তির জন্য যোগাযোগ শ্রী আনবারসান এম, মোবাইল : ৯০৪৭০১২১৭০ ইমেল : anbarasanm@kvbmail.com

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction এবং আরও ওয়েব পোর্টাল https://bankauctions.in পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজর।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

তারিখ : ০২.০৬.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে মোদীকে চিঠি ১৬ বিরোধী দলের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে এ বার একযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিল দেশের ১৬টি বিরোধী দল। সেই অধিবেশনে যাতে খোলাখুলি আলোচনা করা যায়, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন বিরোধীরা। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, আপ বুধবার আলাদা করে এ বিষয়ে চিঠি লিখবে প্রধানমন্ত্রীকে। কী নিয়ে তারা আলোচনা চায়, তা-ও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ১৬টি বিরোধী দলের তালিকায় নেই কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি।

পহেলগাঁও কাণ্ড এবং তার প্রত্যাঘাত হিসাবে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে গোটা দেশ তো বটেই, শোরগোল পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। পহেলগাঁও পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য বিশেষ অধিবেশনের দাবি প্রথম থেকেই তুলছে বিরোধীরা। গত ২৭ মে সংসদের সেন্ট্রাল হলে তৃণমূলের রাজ্যসভা এবং লোকসভার সাংসদেরা বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকের পর তাঁরা সকলে মিলে মোদীকে চিঠি দিয়েছিলেন। দাবি ছিল একই; সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকা। তৃণমূল সাংসদের আবেদন ছিল, বিদেশ সফর সেরে সংসদীয় প্রতিনিধিদল ফেরার পরে ওই অধিবেশনের আয়োজন করা হোক। একই মর্মে মোদী চিঠি দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। সিপিএমের তরফেও চিঠি দেওয়া হয়েছিল মোদীকে।

এ বার বিরোধী দলগুলি একসঙ্গে চিঠি দিল মোদীকে। কী রয়েছে চিঠিতে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডেরেক। তিনি জানান, পুঞ্চ, উরি, রাজৌরি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা চায় তারা। ডেরেকের কথায়, 'সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ জনগণের কাছে। সেই কারণেই আমরা সংসদে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানাচ্ছি।' কোন কোন দল মিলে মোদিকে চিঠি দিয়েছে, তা-ও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানকে সামরিক প্রত্যাঘাতের পরে মোদী সরকার বিশ্বের ৩৩টি দেশে সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী এই সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের নেতানেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি।

গুজরাতে তৈরি হচ্ছে 'সিঁদুর বন'

আমদাবাদ, ৩ জুন: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করতে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল ভারত। সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর'। এ বার সেই অভিযানে ভারতীয় সেনার বীরত্বকে তুলে ধরতে একটি স্মৃতিউদ্যান তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গুজরাত সরকার। গুজরাতে পাক সীমান্তের কাছেই কচ্ছ জেলায় এটি তৈরি করা হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'সিঁদুর বন'। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, 'সিঁদুর বন'-এর কাজ শেষ হতে প্রায় দেড় বছর লেগে যাবে। ইতিমধ্যেই কিছু কাজ শুরু হয়েছে। স্থির হয়েছে যে, অন্তত ৩৫ ধরনের গাছ থাকবে ওই বনে। থাকবে অপারেশন সিঁদুর-এর সময় ব্যবহৃত সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধবিমানের প্রতিরূপও।

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'র প্রতিবেদন অনুসারে, ভুজ-মাণ্ডবী রোডের কাছে মির্জাপুরে আট হেক্টর জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে এই স্মৃতিউদ্যান। এই প্রসঙ্গে কচ্ছের জেলাশাসক আনন্দ প্যাটেলকে উদ্ধৃত করে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানিয়েছে, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় সমাজ, সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা, বিএসএফ; সব ক্ষেত্রে যে একতা দেখা গিয়েছিল, তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ। তবে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পহেলগাঁও কাণ্ডে নিহত ২৬ জনের স্মৃতির উদ্দেশে একটি বড় স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে সেখানে।

ওয়াকফ সম্পত্তির নিবন্ধীকরণে 'উমিদ'

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ নথিভুক্তিকরণের লক্ষ্যে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের। এবার থেকে দেশের প্রতিটি ওয়াকফ সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই আগামী ৬ জুন চালু হতে চলেছে একটি নতুন ডিজিটাল পোর্টাল-যার নাম 'উমিদ'। এই 'উমিদ' পোর্টালের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যেই এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। প্রতিটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে জানাতে হবে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ, আয়তন, অবস্থান, জিও-ট্যাগিংয়ের তথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত।

অজানা জন্তুর কামড়, মৃত্যু ৬ জনের

ভোপাল, ৩ জুন: অজানা জন্তুর আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের বারওয়ানি জেলায় ১৭ জন বাসিন্দা। তারপর সকলের চিকিৎসা চলছিল। আক্রান্তদের কাছ থেকে অজানা জন্তুর বর্ণনা নিয়ে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হয়েছিল সকলকে। কিন্তু সেই টিকা দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যু হল ছ'জনের। একসঙ্গে এতজনের মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এরপরই সোমবার সেই গ্রাম পরিদর্শন করেন জেলাশাসক।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, গত ৫ মে রাত ১ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত গ্রামের তিনটি জায়গায় হামলা চালায় অজানা জন্তু। এই আক্রমণে আক্রান্ত হন ১৭ জন গ্রামবাসী। সকলকেই উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রান্তদের কাছ থেকে প্রাণীটির বর্ণনা নিয়ে জানা যায়, কিছুটা কুকুরের মতো দেখতে ওই প্রাণীটি হামলা চালায়। এরপরেই সকলকে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রত্যেককে ওই টিকা দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, প্রথমদিকে সকলেই সুস্থ থাকলেও, কয়েকদিন পর কয়েকজন ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়।

ভূমিকম্পে জেলের দেওয়ালে ফাটল, পালাল অন্তত ২০০ বন্দি

করাচি, ৩ জুন: সোমবার গভীর রাতে করাচিতে ভূমিকম্পের জেরে মালির জেলের দেওয়ালে ফাটল ধরতেই ভেঙে পালিয়ে গেল অন্তত ২০০ বন্দি। পালাতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। জেল কর্তৃপক্ষ এই খবর নিশ্চিত করেছে। জানা গিয়েছে, বন্দিরা বেশিরভাগ বিচারাধীন ছিল। মাদক মামলায় তাদের বিচার চলছিল। এদের মধ্যে কারও কারও কাউন্সেলিংও হচ্ছিল। কিন্তু একটা ভূমিকম্প অপরাধীদের ফের স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর সেসব মানবিক প্রক্রিয়াকে কার্যত স্তব্ধ করে দিল।

জানা গিয়েছে, করাচির মালির সংশোধনাগারে বহু বিচারাধীন বন্দি ছিল। সোমবার গভীর রাতে এই এলাকা কেঁপে ওঠে ভূমিকম্পে। পরপর দু'বার যথাক্রমে ২.৬ এবং ২.৮ মাত্রার কম্পন ধরা পড়ে রিখটার স্কেলে। পুরনো জেলের দেওয়ালে ফাটল ধরে। আর ফাটলের সুযোগে দেওয়াল ভেঙে একেবারে বন্দিশালা থেকে ভাগলবা বন্দিরা। ভাঙা জেল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, দেওয়ালের পাশাপাশি জেল থেকে বেরনোর জন্য একটি গোপন জানলা ছিল। তাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সে দেশে সংশোধানাগার ভেঙে এত বন্দির পালানোর ঘটনা ঘটেনি বলেই জানাচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

মালির জেলের সুপার আরশাদ শাহ জানিয়েছেন, অন্তত ২১৬ জন বন্দি পালিয়েছে। হুড়োহুড়িতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বন্দিদের আটকাতে গিয়ে কয়েকজন জেলকর্মীও আহত হয়েছেন। জেল ভেঙে পালানোর বেশ কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বন্দিরা একেবারে দৌড়াদৌড়ি করে রাস্তার ট্রাকে, বাসে উঠে বিজয়োল্লাস করতে করতে যাচ্ছে।

গ্রিসে ফের ভূমিকম্প, কম্পন তুরস্ক-মিশরেও

এথেন্স, ৩ জুন: গ্রিসে ফের ভয়াবহ ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৬.২। তবে এখনও পর্যন্ত সেখানে কোনও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল গ্রিসের রোডস দ্বীপ থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠের ৬৮ কিলোমিটার গভীরে। কম্পন অনুভূত হয়েছে তুরস্ক, মিশর এবং সিরিয়াতেও। এর মধ্যে তুরস্কে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৮। জানা গিয়েছে, হুড়োহুড়িতে সেখানে আহত হয়েছেন ৭জন।

সূত্রের খবর, সোমবার স্থানীয় সময় রাত ১১টা ১৭ নাগাদ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে গ্রিসের ডোডকানিস দ্বীপ। তারপরই সেখানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কোনও পরিসংখ্যান না জানানো হলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভূমিকম্পের পরেই গ্রিসের আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের উপকূল থেকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম হল গ্রিস। প্রতি বছর সেখানে মৃদু এবং জোরালো মিলিয়ে গড়ে প্রায় ২৫ হাজার বার ভূমিকম্প হয়। উল্লেখ্য, গত ২২মে গ্রিসের ক্রিটি দ্বীপে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। তারপরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। ফের ভূমিকম্প গ্রিসে।

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি এখনই নয়!

মস্কো, ৩ জুন: রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি যে এখনই হচ্ছে না!

সোমবারই তুরস্কের ইস্তানবুলে শান্তি বৈঠকে বসেছিল ইউক্রেন এবং রাশিয়ার প্রতিনিধি দল। বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে একমত হলেও যুদ্ধবিরতি যে এখনই হচ্ছে না, তা এক ঘণ্টার বৈঠকের নির্যাস থেকেই স্পষ্ট। রাশিয়া এবং ইউক্রেন দুই দেশই একে অপরের কাছে 'স্মারকলিপি' দিয়েছে। সংঘর্ষ থামাতে বৈঠকের আগেই বেশ কিছু শর্ত মস্কোর কাছে রেখেছিল ইউক্রেন। রাশিয়া অবশ্য বৈঠকের সময় তাদের শর্তগুলি জানায়। ইউক্রেনের প্রতিনিধিরা জানান, তাঁরা সেই শর্তগুলি খতিয়ে দেখে এক সপ্তাহ পর সিদ্ধান্ত জানাবেন। মঙ্গলবার ক্রেমলিন জানায়, ইউক্রেন যদি রাশিয়ার ভূখণ্ড ছেড়ে দেয় এবং তাদের সেনার সংখ্যা কমায় তবেই যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করতে পারে মস্কো। যদিও ইউক্রেন সেই প্রস্তাবে এখনও রাজি নয়। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানান, ইস্তানবুলের আলোচনা পর যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাকে সম্মান জানাবে রাশিয়া।

উল্লেখ্য, ইস্তানবুলের বৈঠকে রাশিয়া এবং ইউক্রেন দুই দেশই বন্দি বিনিময়ে রাজি হয়েছে। ২৫ বছরের কম বয়সি সমস্ত গুরুতর অসুস্থদের

ছাড়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১২০০০ সেনার মৃতদেহও বিনিময় করবে ইউক্রেন এবং রাশিয়া!

বিহারে তরুণীর আধপোড়া দেহ উদ্ধার

পাটনা, ৩ জুন: ভুট্টার খেত থেকে উদ্ধার এক তরুণীর আধপোড়া দেহ। হাত বাঁধা। শরীরের বেশির ভাগটাই ঝলসে গিয়েছে তরুণীর। আর এই ঘটনাই হুলস্থুল ফেলে দিয়েছে বিহারের নবগছিয়া পুলিশের জেলার রংরা থানা এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, তরুণীকে ধর্ষণ করে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে ভুট্টাখেতে কাজ করার সময় স্থানীয়েরা আধপোড়া এক তরুণীর দেহ দেখতে পান। হাত বাঁধা ছিল তাঁর। পাশে পড়েছিল একটা সাইকেল। কিছু কাগজপত্র। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ওমপ্রকাশ জানিয়েছেন, দেহটি দেখে মনে হচ্ছে, প্রমাণ লোপাটের জন্য পুড়িয়ে

দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৩১ মে কলেজে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তরুণী। কিন্তু আর ঘরে ফেরেননি। নিখোঁজ হওয়ার পর পরই পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। কিন্তু তরুণীর পরিবারের দাবি, পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পরেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেনি। তরুণীর মোবাইল খোলা ছিল। কিন্তু তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করার কোনও তাগিদ দেখায়নি পুলিশ। পরিবারের আরও অভিযোগ, পুলিশ সুপারের কাছে গিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে তরুণীর পরিবারের অভিযোগ।

E-TENDER

E- Tender are invited by The Prodhan, **Sahebnagar Gram Panchayat** (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, Pin- 741156. **NIET NO. 05/5th SFC TIED (04)/2025-2026(04),** Last date of submission **09.06.2025 up to 10.55a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Sahebnagar Gram Panchayat.

E-TENDER

E- tenders are invited by The Prodhan, **Dighalkandi Gram Panchayat** (Under Karimpur -II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 05/SFC UNTIED/ 2025-26, 06/CFC TIED/2025-26,** Last date of submission accordingly **10.06.2025 and 17.05.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No.: UKM/PWD/011(e)/2025-26, dt-03.06.2025
Tender ID: 2025_MAD_857806_1

1. Construction of Pathway at Northern & Estern Side of Bhorer Alo Pond under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date- **23/06/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, **Palashipara Gram Panchayat** (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Palashipara, Nadia. **NIET NO. 01/15th CFC/ PPGP/2025-26 (United), 02/15th CFC/ PPGP/2023-24 (United), 03/15th CFC/ PPGP/2025-26(Tied).** Last date of submission accordingly **06.06.26 up to 2p.m. 09.06.26 up to 6p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan,
Palashipara Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No.: UKM/PWD/010(e)/2025-26, dt-02.06.2025
Tender ID: 2025_MAD_857463_1

1. Development of MonmohanUdyan(Civil & Plumbing Works) at ward No- 14 Under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date- **26/06/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25634457

Notice Inviting Quotation

Quotation are Invited from the reputed Firms companies. Agencies, Concerned etc. for Hire and labour charges for Supply of Cooler, Fan, Light and allied works on hire basis for Danda Mahatsab on **09.06.2025.** For details please see the website **www.panihatimunicipality.in**

Sd/- **Executive Officer,**
Panihati Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25634457

Notice Inviting Quotation

Quotation are Invited from the reputed Firms companies. Agencies, Concerned etc. for Stage, Pandal and allied works on hire basis for Danda Mahatsab on **09.06.2025**. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in**

Sd/- **Executive Officer,**
Panihati Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-15 of 2024-25 (2nd Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for SUPPLY AND DELIVERY THE FOLLOWING ITEMS (Air Conditioner (1.5 Ton) with Stabilizer) AT BASIRHAT MUNICIPALITY. e-Tender Start Date: **04.06.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **11.06.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, P.S. - Dum Dum, Kolkata - 700028

Memo No. : 288/DDM/GEN/2025 Date : 03/06/2025

Application are invited from the eligible women candidates (married /divorced / widow) Who must be a resident of this municipality for filling up of the vacant post of Honorary Health Worker Under Dum Dum Municipality. Interested candidates can apply within 03/07/2025 at 4:00 pm.

For details visit Dum Dum Municipality Website (www.dumdummunicipality.co.in) / Office Notice Board.

Sd/- Member Coveynor
Selection Committee for HHW Dum Dum Municipality

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211

NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call

WBPMID/BASU/GP/NIT-02/25-26, Memo No-297, Date-30.05.2025

Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **02/06/2025**. Bid Submission End Date : **09/06/2025** and Bid Opening Date : **12/06/2025.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

ওএসডি এবং পদাধিকার বলে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার-এইচএমসি- নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	এইচএমসি, ওয়ার্ড নং ১১ অধীন নিকাশি নির্মাণ এবং সংস্কারসাধন (৩য় কল)	No 11/Cons./25-26 তারিখ : ৩১.০৫.২০২৫
২.	এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৭ এবং ৮ অধীন বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকার সমাগ্রিক এলাকার মানচিত্র প্রকল্প ডেটা তৈরি (এরিয়া ২২ একর আনুমানিক)। (৩য় কল)	
৩.	এইচএমসি ওয়ার্ড নং (৩০,৩২,৩৬ এবং ৩৭), ৫০ এবং ৪৮ অধীন বিভিন্ন স্থানে জঞ্জাল উত্তোলনের জন্য বিকল্প পরিবহণ পয়েন্ট নির্মাণ এবং সংস্কারসাধন। (৩য় কল)।	

টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৯.০৬.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in।
৫৭(৩)/২৫-২৬
০৩.০৬.২৫
ওএসডি অ্যান্ড এক্স অফিসিও এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender Notice No :- 001/TBGP/2025-26 (2nd call), Date: 02/06/2025,
002/ TBGP/2025-26 (2nd Call) Date: 02/06/2025,
Tender Id- A) 2025_ZPHD_839906_20 to 2025_ZPHD_839906_24
B) 2025_ZPHD_840007_11 to 2025_ZPHD_840007_16

Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Roads/Drainage) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**

*** Information to bidders:**

Last date and time for downloading of tender documents	13/06/2025 up to 15.00 Hrs . (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	13/06/2025 up to 15.00 Hrs . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	16/06/2025 after 12.00 Hrs . (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:- **Sd/- Prodhan**
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

NOTICE INVITING PRE- QUALIFICATION - CUM - TENDER

E-bid is hereby invited on the behalf of the prodhan, Kumra (GP) 16 (Sixteen) nos. of civil works NIT No.: **WBNPG03/ KGP-0064/2025-26, Dated 03.06.2025. Total Amount-9153437/-.** Details contact P&RD website: **http://wbtenders.gov.in** Notice from: Prodhan, Kumra G.P.

Sd/-
Prodhan, Kumra G.P
P.O.-Kumra Kashipur,
North 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে এটিএম যন্ত্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ই-নিলাম

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in** -এর মাধ্যমে শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে এটিএম যন্ত্রের স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **প্রশাসনিক ইউনিট/ জোন ঃ** শিয়ালদ ডিভিসন - কমার্শিয়াল/পূর্ব রেলওয়ে, **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এটিএম-এসডিএএইচ-১০-২৫, নিলামকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ** ১৩.০৬.২০২৫, দুপুর ১২টা। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **স্বতঃ সম্প্রসারণ জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড, **স্বতঃ সম্প্রসারণ সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড, **প্রারম্ভিক কুলিং অফ মেয়াদ ঃ** ৩০ মিনিট, **পরবর্তী লটগুলির বন্ধের মধ্যবর্তী সময় পার্থক্য ঃ** ১০ মিনিট, **সর্বোচ্চ স্বতঃ সম্প্রসারণ ঃ** ১০ গুণ। ই-নিলাম ক্যাটালগের বিশদঃ **এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, বিবরণ, বন্ধের তারিখ ও সময়** যথাক্রমে ঃ **এএ/১,** এটিএম-এসডিএএইচ-কেএলডব্লু-জিইএন-৮৭-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিঃ। **এএ/২,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিটিকেবি-জিইএন -৬৯-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৪০ মিঃ। **এএ/৩,** এটিএম-এসডিএএইচ-এমজিএম-জিইএন -৯১-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৫০ মিঃ। **এএ/৪,** এটিএম-এসডিএএইচ-এনসিপিএম-জিইএন-৯৫-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৫,** এটিএম-এসডিএএইচ-টিএনএক্স-জিইএন-১০৪-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিঃ। **এএ/৬,** এটিএম-এসডিএএইচ-এইচআরও-জিইএন-৪৪-২২-১ (এটিএম - জেনারেল), এটিএম স্থাপন এবং পরিচালনা, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ২০ মিঃ। **এএ/৭,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিপিসি-জিইএন-৭৪-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিঃ। **এএ/৮,** এটিএম-এসডিএএইচ-ডিটিজি-জিইএন-৮১-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৪০ মিঃ। **এএ/৯,** এটিএম-এসডিএএইচ-এসজিভি-জিইএন-১০৩-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৫০ মিঃ। **এএ/১০,** এটিএম-এসডিএএইচ- ইউআরপি-জিইএন- ১০৭-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/১১,** এটিএম-এসডিএএইচ- বিএনকেএ-জিইএন-৬৮-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ১০ মিঃ। **এএ/১২,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিটিপিজি-জিইএন-৭৫-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিঃ। **এএ/১৩,** এটিএম-এসডিএএইচ-জিকিউডি-জিইএন-৮২-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিঃ। **এএ/১৪,** এটিএম-এসডিএএইচ-জেজেজি-জিইএন-৮৪-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৪০ মিঃ। **এএ/১৫,** এটিএম-এসডিএএইচ-এনবিআরএন-জিইএন-৯৩-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৫০ মিঃ। **এএ/১৬,** এটিএম-এসডিএএইচ-এনসিপি-জিইএন-৯৪-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **এএ/১৭,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিইবি-জিইএন-৭০-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ১০ মিঃ। **এএ/১৮,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিএফটি-জিইএন-৭১-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ২০ মিঃ। **এএ/১৯,** এটিএম-এসডিএএইচ-সিপিএইচটি-জিইএন-৭৮-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিঃ। **এএ/২০,** এটিএম-এসডিএএইচ-ডিএইচইউ-জিইএন- ৮০-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৪০ মিঃ। **এএ/২১,** এটিএম-এসডিএএইচ-কেআরপি-জিইএন-৮৮-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৫০ মিঃ। **এএ/২২,** এটিএম-এসডিএএইচ-এমওয়াইএইচটি-জিইএন-৯০-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে। **এএ/২৩,** এটিএম-এসডিএএইচ-এমবিবি-জিইএন-৯২-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে ১০ মিঃ। **এএ/২৪,** এটিএম-এসডিএএইচ-আরইজে-জিইএন-৯৬-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে ২০ মিঃ। **এএ/২৫,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিএআরএন-জিইএন-৪৫-২২-১ (এটিএম - জেনারেল), এটিএম স্থাপন এবং পরিচালনা..., ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে ৩০ মিঃ। **এএ/২৬,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিএইচপিএ-জিইএন-৬৪-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), এটিএম স্থাপন এবং ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে ৪০ মিঃ। **এএ/২৭,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিকিউজি-জিইএন-৭২-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে ৫০ মিঃ। **এএ/২৮,** এটিএম-এসডিএএইচ-সিএসজেড- জিইএন-৭৭-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা। **এএ/২৯,** এটিএম-এসডিএএইচ-ডিডিসি-জিইএন-১২৪-২৫-১ (এটিএম - জেনারেল), অটোমেটেড টেলার মেশিন-এর ই-নিলাম, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা ১০ মিঃ। **এএ/৩০,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিপিডি-জিইএন-৫৮-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা ২০ মিঃ। **এএ/৩১,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিএইচএনএ- জিইএন-৭৬-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা ৩০ মিঃ। **এএ/৩২,** এটিএম-এসডিএএইচ-এসভিএইচ-জিইএন-১০১-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা ৪০ মিঃ। **এএ/৩৩,** এটিএম-এসডিএএইচ-ইউকেএলআর-জিইএন-১০৫-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা ৫০ মিঃ। **এএ/৩৪,** এটিএম-এসডিএএইচ-ইউটিএন-জিইএন-১০৬-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **এএ/৩৫,** এটিএম-এসডিএএইচ-সিডিপি-জিইএন-৪১-২২-১ (এটিএম - জেনারেল), এটিএম স্থাপন এবং পরিচালনা, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিঃ। **এএ/৩৬,** এটিএম-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-জিইএন-৩৮-২২- ১ (এটিএম - জেনারেল), এটিএম স্থাপন এবং পরিচালনা, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৪০ মিঃ। **এএ/৩৭,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-জিইএন-৭৩-২৪- ১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৫০ মিঃ। **এএ/৩৮,** এটিএম-এসডিএএইচ- এইচআরএসআর-জিইএন-৮৩-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। **এএ/৩৯,** এটিএম-এসডিএএইচ-কেএনজেআই-জিইএন-৮৬-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ১০ মিঃ। **এএ/৪০,** এটিএম-এসডিএএইচ-পিএনসিবি-জিইএন-৯৭-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ২০ মিঃ। **এএ/৪১,** এটিএম-এসডিএএইচ-পিএলওয়াই- জিইএন-৯৮-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিঃ। **এএ/৪২,** এটিএম-এসডিএএইচ-এসএমএক্স-জিইএন-৩০-২২-১ (এটিএম - জেনারেল), এটিএম স্থাপন এবং পরিচালনা..., ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪০ মিঃ। **এএ/৪৩,** এটিএম-এসডিএএইচ-এমজেটি-জিইএন-৩১-২২-১ (এটিএম - জেনারেল), এটিএম স্থাপন এবং পরিচালনা..., ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৫০ মিঃ। **এএ/৪৪,** এটিএম-এসডিএএইচ-বিএইচকেএ-জিইএন-৬৬-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন,, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/৪৫,** এটিএম-এসডিএএইচ-ডিইবি- জিইএন-৭৯-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ১০ মিঃ। **এএ/৪৬,** এটিএম-এসডিএএইচ-জেকেএল- জিইএন-৮৫-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ২০ মিঃ। **এএ/৪৭,** এটিএম-এসডিএএইচ-পিসিএক্স-জিইএন-৯৯-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিঃ। **এএ/৪৮,** এটিএম-এসডিএএইচ-জিইডিই- জিইএন-৫২-২৩-১ (এটিএম - জেনারেল), গেদে রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৪০ মিঃ। **এএ/৪৯,** এটিএম-এসডিএএইচ- বিএইচজিএইচ-জিইএন-৬৭-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৫০ মিঃ। **এএ/৫০,** এটিএম-এসডিএএইচ-এলজিএল-জিইএন-৮৯-২৪-১ (এটিএম - জেনারেল), ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট স্থাপন, ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **দর হারঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫০ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫০ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে ১০%। **ট্রিপ/দিন ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫০ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫০ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে ০.২। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫০ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে ০। **লট স্ট্যাটাস ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫০ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে আরপি পেন্ডিং রয়েছে।

SDAH-75/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রয়্যাল আইপিএল কিং কোহলির

প্রথম পাতার পর

ক্রুনাল পান্ডিয়ার ৪ ওভারে ১৭ রানে ২ উইকেট আর ফাইনালের চাপেই যেন হেরে গেছে পঞ্জাব।

ওপেনার প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্য থেকে শুরু করে নেহাল ওয়াধেরা; সবাই যেন খোলসবন্দি ছিলেন। প্রিয়াংশ করেন ১৯ বলে ২৪, প্রভসিমরান ২২ বলে ২৬। তবে পঞ্জাবের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা করেছেন ওয়াধেরা। ১৮ বলে তাঁর ১৫ রানের মন্থর ইনিংসেই পঞ্জাব অনেকটা পিছিয়ে পড়ে।

ব্যতিক্রম ছিলেন জশ ইংলিস। ২৩ বলে ৩৯ রান করে পান্ডিয়ার বলে যখন তিনি আউট হন তখন পঞ্জাবের দরকার ৪৭ বলে ৯৩। ভুবনেশ্বর কুমার, জশ হ্যাজলউডদের বিপক্ষে এই রান করা সহজ ছিল না। সেটা তারা পারেওনি।

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা বেঙ্গালুরুও বিধ্বংসী শুরু করতে পারেনি। কোহলির ১২৩ স্ট্রাইক রেট দেখেই কিছুটা তা আন্দাজ করা যায়। এদিন কোহলিকে একের পর এক বাউন্সার আর স্লোয়ারে আটকে রাখতে পেরেছেন পাঞ্জাবের বোলাররা। কোহলির ব্যাট থেকে অবশ্য ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৩ রান এসেছে।

বেঙ্গালুরু ১৯০ রান তুলেছে আসলে বাকি ব্যাটসম্যানদের সমন্বিত প্রচেষ্টায়। রজত পতিদার, লিয়াম লিভিংস্টোন, মায়াঙ্ক আগারওয়াল ও জিতেশ শর্মা; সবাই ২০ রানের বেশি করেছেন।

এঁদের মধ্যে জিতেশ শর্মার ২৪ রানের ইনিংসটি ছিল সবচেয়ে বেশি ইমপ্যাক্ট ফুল। তাঁর ১০ বলে ২৪ রানের ইনিংসে ২০০ রানের বেশি সংগ্রহ তোলার সম্ভাবনা জাগে বেঙ্গালুরুর। তবে শেষ ওভারে বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং মাত্র ৩ রান দিলে সেটি আর হয়নি। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন অর্শদীপ ও কাইল জেমিসন। অর্শদীপ খরচ করেছেন ৪০ রান, জেমিসন ৪৮।

ম্যাচ শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট পর ধারাভাষ্যকার ম্যাথু হেডেন যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেন, তখনও চোখ ছলছল। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। বোঝাই যাচ্ছিল, ঘোর তখনও কাটেনি। তার মধ্যেই বিরাট কোহলি জানিয়ে দিলেন, এত বছর অপেক্ষা করতে করতে এক সময় মনে হয়েছিল আইপিএল হয়তো আর জিততেই পারবেন না। সেই লক্ষ্যপূরণ হওয়ার পর এ বার বাচ্চাদের মতো ঘুমোবেন তিনি।

কোহলির কথায়, এই ট্রফি দলের জন্য যতটা, ততটাই সমর্থকদের জন্য। ১৮টা বছর পেরিয়ে গিয়েছে এই দিনটা দেখতে। এই দলটাকে নিজের যৌবন, নিজের সেরা সময় এবং অভিজ্ঞতা দিয়েছি। প্রত্যেক মরসুমে ট্রফি জেতার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, নিজের সবটা দিয়েছি। তাতেও ট্রফি পাইনি। অবশেষে এই দিনটা দেখতে পাওয়া অবিশ্বাস্য এক অনুভূতি।

কোহলির সংযোজন, কোনও দিন ভাবিনি এই দিনটা দেখতে পারব। তাই শেষ বলটা হওয়ার পর নিজের আবেগ আর সামলাতে পারিনি। নিজের শক্তির প্রত্যেকটা আউন্স এই দলটাকে দিয়েছি।

আইপিএলের কিছু মুহূর্ত

বিরাট খুশিতে চোখে জল।

৩৬০ ডিগ্রি পাশে থাকা।

সিং ইজ গেইল।

আইপিএলে অর্থ পুরস্কার

কোন আসরে চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে কত, এবার পাচ্ছে কত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের প্রথম আসর শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালে। তখন চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হয়েছিল ৪.৮ কোটি টাকা, আর রানার্সআপ দল পেয়েছিল ২.৪ কোটি টাকা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইপিএল যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তেমনি বেড়েছে প্রাইজমানির পরিমাণও। বর্তমানে চলছে আইপিএলের ১৮তম আসর।

এইবারের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে আহমেদাবাদে, যেখানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হচ্ছে পঞ্জাব কিংসের। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এবারের ফাইনালের জয়ী দল পাবে ২০ কোটি টাকা। আর রানার্সআপ দল পাবে ১৩ কোটি টাকা।

মোট প্রাইজমানির পরিমাণ এবার ৪৭ কোটি টাকার কিছু বেশি। এই অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে শীর্ষ চার দল ও বিভিন্ন ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ক্যাটাগরিতে। কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর থেকে বাদ পড়া দলগুলোর জন্যও থাকছে মোটা অঙ্কের অর্থ পুরস্কার।

এ ছাড়া সর্বোচ্চ রান, সর্বোচ্চ উইকেট, সেরা উঠতি খেলোয়াড়, মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার, সিজনের সুপার স্ট্রাইকার, ফ্যান্টাসি খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ ছক্কা মারা খেলোয়াড়ও পাবেন অর্থ পুরস্কার।

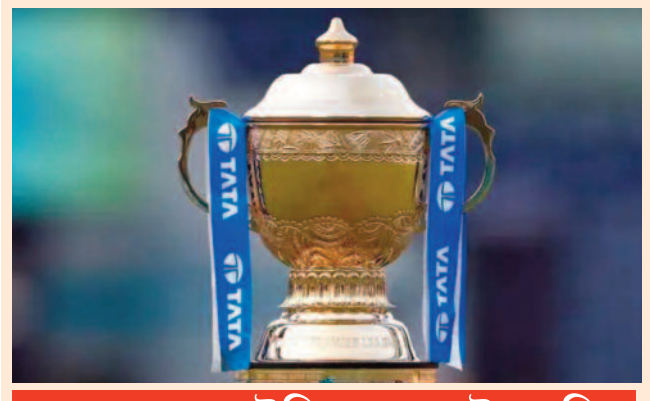

একনজরে আইপিএলের প্রাইজমানি

২০০৮-২০০৯ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ৪.৮ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ২.৪ কোটি টাকা।

২০১০-২০১৩ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ১০ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ৫ কোটি টাকা।

২০১৪-২০১৫ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ১৫ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ১০ কোটি টাকা।

২০১৬ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ১৬ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ১০ কোটি টাকা।

২০১৭ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ১৫ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ১০ কোটি টাকা।

২০১৮-২০১৯ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ২০ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ১২.৫ কোটি টাকা।

২০২০ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ১০ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ৬.২৫ কোটি টাকা।

২০২১ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ২০ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ১২.২ কোটি টাকা।

২০২২-২০২৪ চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ২০ কোটি টাকা, রানার্সআপ দল পেয়েছে ১৩ কোটি টাকা।

লন্ডনের যানজটে আটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টিম বাস

৩০ মিনিট দেরিতে শুরু হল খেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লন্ডনে সকাল থেকেই ছিল বৃষ্টি আর তীব্র যানজট। সেই যানজটের কবলে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বাস, যার ফলে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৩০ মিনিট দেরিতে শুরু হয় ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে।

সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। লন্ডনের ওভালে মঙ্গলবারের ম্যাচটি ছিল মূলত আনুষ্ঠানিকতার। তবে খেলাটি ঘিরে জটিলতা দেখা দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের মাঠে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায়।

চেলসি হারবার হোটেল থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ওভাল স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথে ভক্সহল এলাকায় ট্রাফিক সিগন্যাল অচল হয়ে যায়। এর ফলে যানচলাচলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপক জ্যামে পড়ে ক্যারিবীয়দের টিম বাস।

বৃষ্টি থাকলেও মাঠ প্রস্তুত ছিল ঠিকঠাক। কিন্তু টস হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ঠিক আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) নিশ্চিত করে, খেলা দেরিতে শুরু হওয়ার কারণ আবহাওয়া নয়, বরং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বাসের দেরিতে পৌঁছানো।

ইসিবির এক মুখপাত্র বলেন, খেলায় অংশগ্রহণকারী একটি দল যানজটে আটকে পড়ায় টস এবং খেলা শুরুর সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে লন্ডনের ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দিলেও টিম বাসের চালক তা জানতেন না।

ওভালে পৌঁছাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সময় লেগে যায় বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। টস হয় সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে এবং খেলা শুরু হয় ৬টা ৩০ মিনিটে, যদিও সূচি অনুযায়ী খেলা শুরুর কথা ছিল ৬টায়। তবে ওভার সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা হয়।

টসের সময় মজা করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ বলেন, তআমাদের হাঁটেই চলে আসা উচিত ছিল! শেষ ওয়ানডেতে টস জিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠান। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ১২ ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ উইকেটে সংগ্রহ করেছে ৬৯ রান। এভিন লুইস, ব্রেন্ডন কিং এবং শাই হোপ আউট হয়েছেন। ইংল্যান্ডের সাকিব মাহমুদ, ব্রাইডন কার্স ও ম্যাথু পটস প্রত্যেকে নিয়েছেন একটি করে উইকেট।

এক ঘণ্টায় মাত্র তিন ওভার! ইস্টবেঙ্গলের 'অপেশাদার' আচরণে ক্ষুব্ধ ভবানীপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে সিএবি আয়োজিত প্রথম ডিভিশন লিগের ফাইনালে যেন নাটকের শেষ নেই। তৃতীয় দিনেও ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর ক্লাবের মধ্যকার ম্যাচে এমন সব ঘটনা ঘটল, যা দেখে হতবাক ক্রিকেটভক্তরা।

সোমবার দ্বিতীয় দিনে ম্যাচ বন্ধ ছিল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। মঙ্গলবারও ব্যতিক্রম হলো না। খেলা শুরু হয় দুপুর একটা নাগাদ। সাধারণত এক ঘণ্টায় ১৫ ওভার হওয়ার কথা, কিন্তু গরমের কথা বিবেচনায় ধরলেও ১২-১৩ ওভার তো হওয়াই উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এক ঘণ্টায় বল হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন ওভার! বারবার চোট পাওয়ার অজুহাতে খেলা থামানো, অকারণে সময় নষ্ট;সব মিলিয়ে খেলায় পড়ল অদ্ভুত ছন্দপতন।

প্রথম তিন ঘণ্টায় ম্যাচে হয় মাত্র ১৩ ওভার। এমন ধীরগতির খেলা দেখে অবাক দর্শক, আর চরম বিরক্ত ভবানীপুর ক্লাব।

তৃতীয় দিনেও ম্যাচের রাশ পুরোপুরি ভবানীপুরের হাতে। শাকির হাবিব গান্ধির দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরিতে তারা ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে গড়ে তোলে রানের পাহাড়। সেখান থেকে ম্যাচে ফিরে আসা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করছেন অনেকে।

ভবানীপুর ক্লাবের কর্তা সম্রাট ভৌমিক সরাসরি অভিযোগ তোলেন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তাঁর কথায়, এটা কোনো ক্রিকেট নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করে ম্যাচ ড্র করে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা করছে ওরা। আমি গত ১৬, ১৭ বছর ধরে কলকাতা ময়দানে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত। এক ঘণ্টায় তিন ওভার;এমন কাণ্ড আগে কখনও দেখিনি। এটা খেলার স্পিরিটের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, একেবারেই অপেশাদার আচরণ।

এর আগে, সোমবারও ঘটে বিতর্কিত এক ঘটনা। দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ভবানীপুর ব্যাটার শাকির হাবিব গান্ধির এক ক্যাচের আবেদন নাকচ করেন আম্পায়ার। সেই সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটাররা। খেলা বন্ধ থাকে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা। একসময় তো শঙ্কা ছিল, ম্যাচ আদৌ আর শুরু হবে কি না। শেষ পর্যন্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে সন্ধ্যা ছ'টার পর খেলা ফের শুরু হয়।

তবে মঙ্গলবারের ঘটনাও ছিল নজিরবিহীন। ক্রিকেটীয় স্পিরিট কোথায় যেন হারিয়ে গেল ইডেনের সবুজ গালিচায়; এমনটাই মনে করছেন বহু ক্রীড়াপ্রেমী।

বিগ ব্যাশে বিরাট কোহলি? অস্ট্রেলিয়ার বোর্ড প্রধানের মন্তব্যে বাড়ছে কৌতূহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট কোহলি কি এবার বিদেশি লিগে খেলতে দেখা যাবে? এমন প্রশ্নই এখন ঘুরছে ক্রিকেট মহলে। কারণ, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ সম্প্রতি জানিয়েছেন, তাঁরা বিরাট কোহলিকে বিগ ব্যাশ লিগে খেলতে দেখতে চান।

গত এপ্রিল মাসে সিডনি সিক্সার্সের একটি পোস্টে লেখা হয়েছিল;'কিং কোহলি আগামী দুই মরশুমে খেলবেন আমাদের হয়ে।' যদিও তা ছিল ১ এপ্রিল, অর্থাৎ 'এপ্রিল ফুল ডে'র একটি রসিকতা। পরে তা ধামাচাপা পড়ে গেলেও এবার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

টড গ্রিনবার্গ বলেন, আমরা চাই ভারতীয় ক্রিকেটাররাও বিগ ব্যাশে অংশ নিক। কোহলির মতো সুপারস্টার এই লিগে খেললে তা নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। আমরা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী।

তবে এখানে মূল বাধা বিসিসিআইয়ের নীতি। ভারতের কোনো সক্রিয় পুরুষ ক্রিকেটার বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশ নিতে পারেন না, যতক্ষণ না তাঁরা সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। যদিও ভারতীয় নারী ক্রিকেটারদের (যেমন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কৌর) বিগ ব্যাশে দেখা গেছে, পুরুষ ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে নিয়ম এখনও বদলায়নি।

এখন দেখার বিষয়, অস্ট্রেলিয়ার আগ্রহের পর বিসিসিআই তাদের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আনে কিনা, এবং আদৌ কি 'কিং কোহলি'কে অজিদের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগে দেখা যাবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**